ব্যবস্থাসার।

অর্থাৎ

হিন্দুব্যবস্থা বিষয়ক সংক্ষেপ বিবরণ।

(প্রিভি কৌন্সেলের ও ভারতবর্ষীয় হাইকোর্টসমূহের নিষ্পত্তি নজীরাদি সম্বলিত)

শ্রীকালীপ্রসন্ন ঘোষ সঙ্কলিত।

VYAVASTHA SARA;

BEING

A SHORT TREATISE ON HINDU LAW,

(With important Rulings of the Privy Council, and the High Courts of the Presidencies in India.)

BY

KALI PRASANNA GHOSH.

BHOWANIPORE :

PRINTED BY B. M. BOSE, AT THE SAPTAHIK SAMBAD PRESS.

1885.

To

CHARLES ARTHUR KELLY ESQ. M. A.

OF THE BENGAL CIVIL SERVICE,

District and Sessions Judge of Noakhally,

THIS LITTLE BOOK

IS DEDICATED

AS A HUMBLE TOKEN OF GRATITUDE AND RESPECT,

BY

His most Obedient and Devoted Servant,

KALI PRASANNA GHOSH.

বিজ্ঞাপন।

হিন্দু ব্যবস্থাবিষয়ক কতিপয় গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানি লিখিত হইল। হিন্দু ব্যবহার-শাস্ত্রানুসারে দায়াধিকার প্রণালী, স্ত্রীধনে উত্তরাধিকারিত্ব, সম্পত্তি বিভাগ, বিবাহ, ও পোষ্যপুত্র গ্রহণ প্রভৃতি বিষয় গুলি অতি সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। প্রিভিকৌন্সেলের এবং ভারতবর্ষীয় হাইকোর্ট সমূহের নিষ্পত্তি নজীরাদির চুম্বক প্রত্যেক অধ্যায়ের শেষভাগে বিন্যস্ত হইয়াছে। যদি ইহা দ্বারা সাধারণের কথঞ্চিৎ উপকার লাভ হয় তাহা হইলে আমি শ্রম সফল বোধ করিব।

কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করিতেছি যে, আমার পরমহিতৈষী শ্রীযুত বাবু কৈলাসচন্দ্র মিত্র ও শ্রীযুক্ত বাবু পঞ্চানন বিশ্বাস মিশনরী মহোদয়গণ এই পুস্তক মুদ্রাঙ্কন বিষয়ে যথেষ্ট উৎসাহ প্রদান করিয়াছেন, এবং তাঁহাদিগের যত্ন ও উৎসাহ বলে আমি এই পুস্তক মুদ্রাঙ্কণে প্রবৃত্ত হইতেছি।

কমলাপুর, ফরিদপুর।
২রা ফেব্রুয়ারি ১৮৮৫ সাল। শ্রীকালীপ্রসন্ন ঘোষ।

ব্যবস্থাসার।

প্রথম অধ্যায়।

স্বামিত্ব স্বত্ব।

হিন্দু শাস্ত্রানুসারে সম্পত্তি সাধারণতঃ দুই প্রকার; যথা, স্থাবর ও অস্থাবর (real and personal properties)। কোন কোন ব্যবস্থাবিৎ পণ্ডিতের মতানুসারে উহা পুনরপি দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া থাকে; যথা, পৈতৃক ও স্বোপার্জ্জিত।

অধিকারিত্ব, জন্ম, দান, ও ক্রয় প্রভৃতি যে কোন প্রকারে সম্পত্তিতে স্বামিত্ব স্বত্বের উদ্ভব হইতে পারে তদ্বিষয় প্রাচীন হিন্দু ব্যবস্থাপকেরা বিস্তারিত রূপে নানা গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। এই ক্ষুদ্র পুস্তকে তৎসম্বন্ধে বিশেষ বর্ণন না করিয়া, কেবল মাত্র জন্ম হইলে যে স্বত্বের উৎপত্তি হয় সেই বিষয় সংক্ষেপে কিঞ্চিৎ বিবৃত করা আবশ্যক। পণ্ডিতেরা বহুল যুক্তির মূলে স্থির করিয়াছেন যে কেবল মাত্র সন্তান ভূমিষ্ঠ হইলেই পৈতৃক সম্পত্তিতে স্বামিত্ব স্বত্বের উদ্ভব

হয় না; কিন্তু ইহাও সর্ব্ববাদীসম্মত যে জন্ম হইবার পরেই এক অবিনশ্বর অথচ অসম্পূর্ণ স্বত্বের উদ্ভব হইয়া থাকে। পূর্ব্ব স্বামীর মৃত্যু কিম্বা অন্য কোন প্রকারে তাঁহার স্বামিত্ব নষ্ট হইলে ঐ অসম্পূর্ণ স্বত্ব সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়।

বঙ্গদেশ ব্যতীত ভারতবর্ষের অপর সকল প্রদেশের প্রচলিত ব্যবস্থানুসারে কোন ব্যক্তি পৈতৃক স্থাবর সম্পত্তি স্বেচ্ছানুসারে হস্তান্তর করিতে পারেন না, অর্থাৎ স্বীয় পুত্র পৌত্রাদি উত্তরাধিকারীগণ সমক্ষে মূলধনী পৈতৃক স্থাবর সম্পত্তি অপর কাহাকে দান করিতে কিম্বা কাহারও নিকট বিক্রয় করিতে সক্ষম নহেন। ইহা স্থিরীকৃত হইয়াছে যে বঙ্গদেশ ব্যতীত ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশে পৈতৃক স্থাবর সম্পত্তির স্বত্ব নিরতিশয় খর্ব্ব; কিন্তু ঐ সকল প্রদেশের প্রচলিত ব্যবস্থানুসারে বঙ্গদেশের ন্যায় স্বোপার্জ্জিত সম্পত্তি হস্তান্তর করণ সম্বন্ধে কোন বাধা দৃষ্ট হয় না।

অধুনা বহুবিধ শাস্ত্রানুসন্ধান দ্বারা ইহা স্পষ্ট রূপে নির্দ্ধারিত হইয়াছে যে বঙ্গদেশ-প্রচলিত হিন্দু শাস্ত্রানুসারে কোন ব্যক্তি পৈতৃক কিম্বা স্বোপার্জ্জিত, স্থাবর অথবা অস্থাবর সম্পত্তি স্বেচ্ছানুসারে দান, বিক্রয়, চরম পত্র দ্বারা কিম্বা অন্য কোন প্রকারে হস্তান্তর করিতে পারেন। সুতরাং বঙ্গদেশ-প্রচলিত ব্যবস্থানুসারে যাঁহার পুত্র, পৌত্র প্রভৃতি উত্তরাধি-

কারীগণ বর্ত্তমান আছে, তিনি স্বেচ্ছাপূর্ব্বক ঐ সকল উত্তরাধিকারীগণ সমক্ষে পৈতৃক এবং স্বোপার্জ্জিত, স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি দান, বিক্রয়, চরম পত্র দ্বারা কিম্বা অন্য কোন প্রকারে হস্তান্তর করিতে সম্পূর্ণ সক্ষম।

১৭৮৯ খ্রীঃ অব্দে ও তৎপরে অর্থাৎ ১৭৯২ ও ১৮১২ খ্রীঃ অব্দে কলিকাতা সদর দেওয়ানী আদালতে যে সকল মোকদ্দমা নিষ্পত্তি হইয়াছিল তাহাতে দেখা যায় যে হিন্দু পরিবারস্থ কোন মূলধনী পৈতৃক ও স্বোপার্জ্জিত, স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি যদৃচ্ছাক্রমে দান কিম্বা বিক্রয় করিতে সক্ষম। কিন্তু ১৮১৬ খ্রীঃ অব্দে ঐ আদালতে যে এক মোকদ্দমা নিষ্পত্তি হয় তাহাতে এরূপ নির্দ্ধারিত হইয়াছিল যে বঙ্গদেশ-প্রচলিত ব্যবস্থানুসারে হিন্দু পরিবারস্থ কোন মূলধনী পৈতৃক স্থাবর সম্পত্তি স্বীয় পুত্রগণ মধ্যে ন্যূনাধিক রূপে বিভাগ করিতে কিম্বা পুত্রগণ সমক্ষে অন্যের নিকট দান বিক্রয় ও চরম পত্র প্রভৃতি দ্বারা হস্তান্তর করিতে সক্ষম নহেন। বর্ত্তমান সময়ে শেষোক্ত নিষ্পত্তির মূলে কার্য্য সম্পাদিত হয় না। প্রিভি কাউন্সেলের নিষ্পত্তি মতে অধুনা কোন মূলধনী বঙ্গদেশ-প্রচলিত ব্যবস্থানুসারে পৈতৃক কিম্বা স্বোপার্জ্জিত, স্থাবর অথবা অস্থাবর সম্পত্তি স্বেচ্ছানুসারে দান, বিক্রয়, চরম পত্র দ্বারা কিম্বা অন্য কোন প্রকারে হস্তান্তর করিতে পারেন।

ঠাকুর বঃ ঠাকুর। ৪ বালম, বেঙ্গল ল রিপোর্ট; ১০৩ পৃষ্ঠা।

সম্প্রতি বোম্বাই হাইকোর্ট কর্ত্তৃক ইহাও নির্দ্ধারিত হইয়াছে যে দাক্ষিণাত্যের কোন২ প্রদেশের প্রচলিত ব্যবস্থানুসারে পুত্র জন্মিবার পূর্ব্বে পিতা ব্যসনাসক্ত হইয়া পৈতৃক

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় দ্বারা স্বীয় দুষ্প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিলে এবং পরে পুত্র জন্মিলে সেই পুত্র ঐ বিক্রয় অসিদ্ধের দাওয়া করিতে পারে না।

কস্তুর ভবানী বঃ অপা।
ইণ্ডিয়ান ল রিপোর্ট; ৫ বালম (বোম্বাই হাইকোর্ট); ৬২১ পৃষ্ঠা।

কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট অবস্থা ব্যতিরেকে পিতা কিম্বা পিতামহের যথার্থ দেনার জন্য পৈতক সম্পত্তি দায়ী বটে। ব্যসনাসক্ত হইয়া কিম্বা অন্য কোন অসদুপায় দ্বারা ঐ সম্পত্তি হস্তান্তর অসিদ্ধ।

সদাশিব যশী বঃ দীনকর যশী।
৬ বালম ইণ্ডিয়ান ল রিপোর্ট (বোম্বাই হাইকোর্ট); ৫২০ পৃঃ।

যাঁহাদিগের হিন্দু কুলে জন্ম হইয়াছে ও যাঁহারা ঐ ধর্ম্মের অনুবর্ত্তী, তাঁহাদিগের প্রতি হিন্দু ব্যবস্থা সম্যক রূপে প্রয়োগ হইবে। যখন কোন হিন্দু স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক খ্রীষ্ট ধর্ম্ম কিম্বা মুসলমান ধর্ম্ম পরিগ্রহ করেন, এবং ধর্ম্ম পরিবর্ত্তনের সঙ্গেং যদি তাঁহার সামাজিক রীতি নীতির সমধিক পরিবর্ত্তন ঘটে, তাহা হইলে তিনি যে ধর্ম্মাক্রান্ত লোকের সহিত মিশ্রিত হইবেন সেই সম্প্রদায়ের ব্যবস্থানুসারেই তাঁহাকে চলিতে হইবে। কোন হিন্দু, খ্রীষ্টান কিম্বা মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিলে তিনি ইচ্ছাপূর্ব্বক দায়াধিকার সম্বন্ধে হিন্দু ব্যবস্থানুসারে চলিতে পারেন, কিম্বা তদনুসারে না চলিয়া পূর্ব্বোক্ত মতে অপর ব্যবস্থার আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারেন।

এব্রাহিম বঃ এব্রাহিম।
উঃ বিঃ; ১ বাঃ (প্রিভি কৌন্সেল); ১ পৃঃ।

হিন্দু ব্যবস্থা ব্যক্তিগত বটে; ইহা স্থানীয় ব্যবস্থা শব্দে

আখ্যাত হইতে পারে না। সুতরাং কোন হিন্দু ভিন্ন দেশে গমন করিলেও তাঁহার নিজ সম্প্রদায়ের বিশেষ ব্যবস্থানুসারেই চলিতে পারিবেন।

রাণী পদ্মাবতী বঃ বাবু দুলার সিংহ প্রভৃতি।
৪ বাঃ (মুরের ইণ্ডিয়ান আপীল); ২৫৯ পৃঃ।

কোন হিন্দু নিরুদ্দেশ হইলে ও তাহার সংবাদ না পাওয়া গেলে, তাহার শেষ সংবাদ প্রাপ্তির সময় হইতে দ্বাদশ বর্ষ অতীত না হইলে উত্তরাধিকারী স্বরূপে তাহার সম্পত্তিতে কোন ব্যক্তির অধিকার জন্মে না।

উঃ রি; ১০ বাঃ; ৪৮৪ পৃঃ।

বাদী কোন মোকররীদারের বিরুদ্ধে স্বামিত্ব স্বত্ব স্থাপনের মোকদ্দমা উপস্থিত করিলে দ্বাদশ বৎসরের মধ্যে প্রকৃত প্রস্তাবে দখীলকার থাকার বিষয় প্রমাণ করিবার আবশ্যকতা নাই।

প্রতাপ নারায়ণ মুখোপাধ্যায়; ২২ জুলাই ১৮৬৮;
উইক্লি রিপোর্ট; ১০ বাঃ; ১৯২ পৃঃ।

হিন্দু বিধবা কিম্বা হিন্দু পরিবারস্থ অন্য কোন ব্যক্তি, যাহার সম্পত্তিতে সম্পূর্ণ স্বত্ব নাই, এই প্রকার অবস্থাপন্ন কেহ সম্পত্তি হস্তান্তর করিলে, ও ঐ হস্তান্তর রদ করিবার কারণ মোকদ্দমা উপস্থিত হইলে, প্রকৃত পক্ষে প্রয়োজন বশতঃ হস্তান্তর করিয়াছে কি না, তাহাই আদৌ দেখিতে হইবে। ঐ প্রকার হস্তান্তরের আবশ্যকতা দেখাইবার কারণ অনেক সময়ে কতকগুলি ডিক্রী (যাহা হস্তান্তরকারির প্রতিকূলে প্রদত্ত হইয়াছে) প্রমাণ স্বরূপ ব্যবহার করিতে দেখা যায়; কিন্তু যে দেনার জন্য হস্তান্তরকারির প্রতিকূলে ডিক্রী প্রদত্ত হইয়াছে, সে (হস্তান্তরকারী কি অবস্থায় ঐ ঋণগ্রস্ত

হইয়াছিল, তাহা বিশেষ রূপে প্রদর্শিত হয় না। যদিও ঐ সকল ডিক্রী হস্তান্তরকারির দেনার উৎকৃষ্ট প্রমাণ বটে, কিন্তু তদ্দ্বারা ঋণগ্রস্ত হইবার আবশ্যকতা প্রতিপন্ন হয় না।

বাবু কান্তলাল প্রভৃতি বঃ বাবু গিরিধারীলাল প্রভৃতি।
উইক্‌লি রিপোর্ট ; ৯ বাঃ ; ৪৬৯ পৃঃ।

যে প্রদেশে জৈন সম্প্রদায় ভুক্ত ব্যক্তিদিগের সম্পত্তি থাকে সেই প্রদেশ-প্রচলিত হিন্দু ব্যবস্থানুসারে তাহাদিগের দায়াধিকার সম্পর্কীয় মোকদ্দমার বিচার করা আবশ্যক।

লালা মহাবীর প্রসাদ প্রভৃতি ; ২৯ জুন ১৮৬৭ ;
উঃ রিঃ ; ৮ বাঃ ; ১১৬ পৃঃ।

মিতাক্ষরানুসারে পিতা স্বোপার্জ্জিত স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তর করিতে অসমর্থ নহেন।

মদন গোপাল ঠাকুর প্রভৃতি ; ৩০ সেপ্‌টেম্বর ১৮৬১ ;
উঃ রিঃ ; ৬ বাঃ ; ৭১ পৃঃ।

পিতার মৃত্যুর পর কোন বোবা কিম্বা বধিরের পুত্র জন্মিলে হিন্দু শাস্ত্রানুসারে ঐ পুত্র তাহার পিতামহ হইতে আগত সম্পত্তির অধিকারী হইতে পারে না।

পরেশমাণ দাসী ; ১৮ জুলাই ১৮৬৮।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

দায়াধিকার প্রণালী।

হিন্দু দায়াধিকার প্রণালী অনুসারে পিতার মৃত্যু-সময়ে তাঁহার সহিত একত্র স্থিত সকল বৈধ পুত্রগণ তাঁহার (পিতার) স্থাবর, অস্থাবর, পৈতৃক ও স্বোপা-

র্জ্জিত সম্পত্তিতে তুল্য রূপে স্বত্ববান। অতি প্রাচীন কালে স্থলবিশেষে জ্যেষ্ঠ পুত্র পিতার সমস্ত সম্পত্তির অধিকারী হইতেন, কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে অর্থাৎ কলি-যুগে তদ্রূপ কোন কার্য্য দৃষ্ট হয় না।

পুত্রাভাবে পৌত্রগণ উত্তরাধিকারিত্ব প্রাপ্ত হয়। পৌত্রগণ আপন২ পিতার অংশ মাত্র প্রাপ্ত হইয়া থাকে; অর্থাৎ এক পুত্রের অপর পুত্র অপেক্ষা বহুতর পুত্র বর্ত্তমান থাকিলেও প্রত্যেকের পুত্রগণ সমস্ত সম্পত্তির অর্দ্ধাংশ অপেক্ষা অধিক প্রাপ্ত হইতে পারে না।

পুত্র ও পৌত্রাভাবে প্রপৌত্রগণ আপন২ পিতার অংশ মাত্র প্রাপ্ত হইয়া থাকে; অর্থাৎ এক পৌত্রের অপর পৌত্রাপেক্ষা বহুতর পুত্র বর্ত্তমান থাকিলেও তাহারা সমস্ত সম্পত্তির অর্দ্ধাংশ হইতে অধিক পাইতে পারে না।

একাদিক্রমে পুত্র, পৌত্র, ও প্রপৌত্র এই তিন পুরুষে উত্তরাধিকারিত্ব বর্ত্তিয়া থাকে; তৎপর ঐ স্বত্ব আর অধোগামী হয় না, এবং প্রাগুক্ত উত্তরাধি-কারীগণ বিহীনে পত্নীই সম্পত্তির অধিকারিণী। বঙ্গ-দেশ-প্রচলিত ব্যবস্থানুসারে পতি তাঁহার মৃত্যুর অব্য-বহিত পূর্ব্বে অন্যদায়াদগণের সহিত একান্নভুক্ত কিম্বা পৃথক্ থাকিলেও বনিতাই স্বত্বাধিকারিণী হয়েন। কিন্তু ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশের প্রচলিত ব্যব-

স্থানুসারে পতি মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বে তাঁহার ভ্রাতা-দিগের সহিত একান্নভুক্ত থাকিলে বনিতা স্বামীর ত্যক্ত সম্পত্তির অধিকারিণী হইতে পারেন না; কিন্তু যদ্যপি পতি ভ্রাতৃগণ সহ ঐরূপ একান্নভুক্ত না হয়েন তবে বনিতাই প্রকৃত উত্তরাধিকারিণী। দুই কিম্বা ততোধিক স্ত্রী বর্ত্তমান থাকিলে সকলেই তুল্যাংশে ঐ সম্পত্তির অধিকারিণী হয়েন।

পত্নীর উত্তরাধিকারিত্ব সম্বন্ধে হিন্দু শাস্ত্র যদিও সুস্পষ্ট, কিন্তু তাঁহার স্বত্ব কি রূপ তদ্বিষয় নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। প্রকৃত পক্ষে স্বামীর উত্তরাধিকারিণী সূত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তিতে পত্নীর নির্ব্যূঢ় স্বত্ব নাই। শাস্ত্র-নির্দ্দিষ্ট কতিপয় আবশ্যকীয় কার্য্য ব্যতিরেকে অপর কোন কারণে পত্নী স্বামীর ঐ রূপ সম্পত্তির কিছু মাত্র হস্তান্তর করিতে সক্ষম নহেন। হিন্দু ব্যবহার শাস্ত্র সমধিক পর্য্যালোচনা করিলে দৃষ্ট হয় যে, পতির মৃত্যুর পর বিধবা পত্নী স্বকীয় জ্ঞাতিবর্গ হইতে পৃথক্ বাস করিয়া স্বেচ্ছানুসারে স্বামীর সম্পত্তি ধ্বংস করিবেন, হিন্দু ব্যবস্থাপকগণের কখনও এরূপ অভি-মত ছিল না।

পত্নী অভাবে কন্যা সম্পত্তির অধিকারিণী। কিন্তু তাঁহার স্বত্বও নির্ব্যূঢ় নহে। বঙ্গদেশ-প্রচলিত ব্যবস্থা-নুসারে প্রথমে অবিবাহিতা কন্যা, ও তদনন্তর পুত্র-বতী ও পুত্রসম্ভবিতা কন্যা একত্রে অধিকারিণী হয়েন।

বন্ধ্যা, পুত্রবিহীনা বিধবা কন্যা, অথবা কন্যাসন্তানপ্রসবিনী দুহিতা কখনই অধিকারিণী হইতে পারেন না।

বারাণসী প্রদেশের প্রচলিত শাস্ত্রানুসারে কন্যার দায়াধিকার ভিন্নপ্রকার লক্ষিত হয়। ঐ শাস্ত্রানুসারে প্রথমে অবিবাহিতা কন্যা, তদনন্তর দরিদ্রা বিবাহিতা কন্যা, ও তদনন্তর ধনবতী বিবাহিতা কন্যা অধিকারিণী হয়েন। কিন্তু পুত্রসম্ভবিতা, পুত্রবিহীনা ও বন্ধ্যার দায়াধিকার তুল্যরূপ দেখা যায়।

মিথিলা দেশ প্রচলিত শাস্ত্রানুসারে প্রথমে অবিবাহিতা কন্যা, তদভাবে বিবাহিতা কন্যা অধিকারিণী হয়েন। ঐ দেশ-প্রচলিত ব্যবস্থানুসারে দরিদ্রা কিম্বা ধনবতী কন্যার স্বত্বের কোন প্রভেদ দৃষ্ট হয় না; পরন্তু বন্ধ্যা, পুত্রসম্ভবিতা, ও বিধবা কন্যার দায়াধিকার তুল্য দেখা যায়।

বঙ্গ ও বারাণসী প্রদেশীয় ব্যবস্থানুসারে দায়াধিকারযোগ্যা কন্যা বর্ত্তমান না থাকিলে দৌহিত্র সম্পত্তির অধিকারী হইয়া থাকেন; কিন্তু মিথিলা প্রদেশীয় শাস্ত্রানুসারে দৌহিত্রের কোন রূপ স্বত্ব দেখা যায় না। যদি একাধিক কন্যার পুত্রগণ বর্ত্তমান থাকে, তাহা হইলে সকলেই সমান অংশ প্রাপ্ত হয়। অর্থাৎ যদি এক কন্যার দুই পুত্র ও অপর কন্যার তিন পুত্র বর্ত্তমান থাকে, তাহা হইলে সম্পত্তি ঐ পুত্রগণ মধ্যে পাঁচ সমান অংশে বিভক্ত হইবে;

কিন্তু কন্যাগণের সংখ্যানুসারে বিভক্ত হইবে না।

বঙ্গদেশ-প্রচলিত ব্যবস্থানুসারে দৌহিত্র অভাবে পিতা সম্পত্তির অধিকারী হইয়া থাকেন; কিন্তু ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশের ব্যবস্থানুসারে দৌহিত্র অভাবে পিতার সমক্ষে মাতাই দায়াধিকার প্রাপ্ত হয়েন। বঙ্গ দেশের ব্যবস্থানুসারে পিতা অভাবে মাতা সম্পত্তির অধিকারিণী; কিন্তু ঐ সম্পত্তিতে তাঁহার নির্ব্যূঢ় স্বত্ব নাই। স্বামী অবর্ত্তমানে তাঁহার সম্পত্তিতে বিধবা পত্নীর যেরূপ স্বত্ব, পুত্রের সম্পত্তিতে মাতার স্বত্বও সেই রূপ লক্ষিত হয়।

পিতা ও মাতা অভাবে ভ্রাতা সম্পত্তির অধিকারী হয়েন। ভ্রাতৃগণের দায়াধিকারের ক্রম এই; যথা,—(১) একান্নভুক্ত সহোদর, (২) পৃথকান্নভুক্ত সহোদর, (৩) একান্নভুক্ত বৈমাত্র ভ্রাতা, (৪) পৃথকান্নভুক্ত বৈমাত্র ভ্রাতা। পৃথকান্নভুক্ত এক সহোদর ও একান্নভুক্ত এক বৈমাত্র ভ্রাতা রাখিয়া কোন ব্যক্তির মৃত্যু হইলে উভয়ে তুল্যাংশে সম্পত্তির অধিকারী হইয়া থাকেন।

ভ্রাতা অভাবে তদীয় পুত্রগণ সম্পত্তির অধিকারী। দুই সহোদরের মধ্যে একজন স্বীয় পুত্রগণ সমক্ষে প্রাণত্যাগ করিলে, ও অপর সহোদর বর্ত্তমান থাকিলে, সহোদরানুসারে সম্পত্তির বিভাগ সম্পন্ন হয়, অর্থাৎ মৃত সহোদরের পুত্রগণ কেবল তাঁহা-

-দিগের পিতার সম্পত্তি তুল্যাংশে প্রাপ্ত হয়েন, ও অপর সহোদর তাঁহার নিজ অংশের অধিকারী হয়েন। ঐ প্রকারে উত্তরাধিকারিত্ব বর্ত্তিবার কারণ এই যে মূলধনীর পুত্র ও পিতৃহীন পৌত্র উভয়ের স্বত্ব তুল্য, কিন্তু ভ্রাতা না থাকিলে সংখ্যানুসারে ভ্রাতৃতনয়-গণের প্রতি দায়াধিকার স্বত্ব বর্ত্তে।

বঙ্গদেশীয় ব্যবস্থানুসারে ভ্রাতৃতনয় অবর্ত্তমানে ভ্রাতুষ্পৌত্র উত্তরাধিকারী হয়েন। কিন্তু বারাণসী, মিথিলা, ও ভারতবর্ষস্থ অন্যান্য প্রদেশের ব্যবস্থানুসারে ভ্রাতুষ্পৌত্র উত্তরাধিকারীগণ মধ্যে পরিগণিত নহে, এবং ভ্রাতৃতনয় অভাবে পিতামহী সম্পত্তির অধিকারিণী।

ভ্রাতুষ্পৌত্র অবর্ত্তমানে বঙ্গদেশীয় শাস্ত্রানুসারে ভগ্নীপুত্র উত্তরাধিকারী হয়েন। কিন্তু ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশীয় ব্যবস্থানুসারে ভগ্নীপুত্র অর্থাৎ ভাগিনেয় উত্তরাধিকারী মধ্যে পরিগণিত নহে।

ভাগিনেয় অভাবে বঙ্গদেশে প্রচলিত 'দায়ক্রম সংগ্রহ' নামক গ্রন্থানুসারে নিম্নলিখিত দায়াদগণের প্রতি ক্রমে উত্তরাধিকার স্বত্ব বর্ত্তে; যথা, (১) ভাতৃ-দৌহিত্র, (২) পিতামহ, (৩) পিতামহী, (৪) পিতৃব্য, (৫) পিতৃব্যপুত্র, (৬) পিতৃব্যপৌত্র, (৭) পিতৃস্বসা-পুত্র, (৮) পিতৃব্যদৌহিত্র, (৯) প্রপিতামহ, (১০) প্রপিতামহী, (১১) পিতামহভ্রাতা, (১২) পিতামহ-

ভ্রাতুষ্পুত্র, (১৩) পিতামহভ্রাতুষ্পৌত্র, (১৪) প্রপিতা-মহদৌহিত্র, (১৫) প্রপিতামহভ্রাতৃদৌহিত্র।

উল্লিখিত উত্তরাধিকারীগণ অভাবে ঐ স্বত্ব নিম্ন লিখিত ক্রমানুসারে মাতামহ কুলে বর্ত্তে; যথা, (১) মাতামহ, (২) মাতুল, (৩) তাঁহার পুত্র, (৪) পৌত্র, (৫) দৌহিত্র; (৬) প্রমাতামহ, (৭) তাঁহার পুত্র, (৮) পৌত্র, (৯) প্রপৌত্র, (১০) দৌহিত্র; (১১) বৃদ্ধপ্রমাতা-মহ, (১২) তাঁহার পুত্র, (১৩) পৌত্র, (১৪) প্রপৌত্র (১৫) দৌহিত্র। এই সকল উত্তরাধিকারী অভাবে অধস্তন ও ঊর্দ্ধতন চতুর্দ্দশ পুরুষ মধ্যগত দূরবর্ত্তী দায়াদগণ (সকুল্য ও সমানোদক প্রভৃতি) সম্পত্তির অধিকারী হয়েন। এই সকল অভাবে আচার্য্য, তদ-ভাবে শিষ্য, তদভাবে সহবেদাধ্যায়ী, তদভাবে সব্রহ্মচারী, তদভাবে সগোত্র, সমান প্রবর ও বেদবিৎ ব্রাহ্মণ, এবং পরিশেষে রাজা সম্পত্তির অধিকারী।

বারাণসী প্রদেশের ব্যবস্থানুসারে পুত্র ও পৌত্র প্রভৃতি অবর্ত্তমানে বিধবা পত্নী উত্তরাধিকারিণী। কিন্তু মৃতপতির সম্পত্তি অন্য দায়াদগণ হইতে পৃথক হইলে পত্নী স্বয়ং উত্তরাধিকারিণী হয়েন। ঐ সম্পত্তি অপর দায়াদগণের সহিত একত্রীভূত হইলে বিধবা পত্নী কেবলমাত্র ভরণ পোষণ পাইবার যোগ্য।

বিধবা পত্নী অভাবে অবিবাহিতা কন্যা উত্তরা-ধিকারিণী, তদভাবে বিবাহিতা দরিদ্রা কন্যা, তদভাবে

বিবাহিতা ধনবতী কন্যা সম্পত্তির অধিকারিণী হয়েন।

ঐ সকল অভাবে দৌহিত্র উত্তরাধিকারী। কিন্তু বিবাদচন্দ্র, বিবাদ রত্নাকর ও বিবাদ চিন্তামণি প্রভৃতি মিথিলা দেশ প্রচলিত ব্যবস্থানুসারে দৌহিত্র উত্তরাধিকারীগণ মধ্যে ভুক্ত নহে। উক্ত প্রদেশে দৌহিত্র স্থলে মাতাই উত্তরাধিকারিণী, ও তদভাবে পিতা, সহোদর ভ্রাতা,ও বৈমাত্র ভ্রাতা ক্রমিক উত্তরাধিকারী। এই সকল দায়াদাভাবে তাঁহাদিগের পুত্র পৌত্রাদি, ও পরে পিতামহী, পিতামহ, পিতার সহোদর ভ্রাতা, পিতার বৈমাত্র ভ্রাতা, ও তাঁহাদিগের পুত্র পৌত্রাদি, ক্রমিক উত্তরাধিকারী হয়েন। তৎপরে প্রপিতামহী, প্রপিতামহ, ক্রমিক তাঁহার পুত্র ও পৌত্রগণ, বৃদ্ধপ্রপিতামহী, বৃদ্ধপ্রপিতামহ, প্রপিতামহভ্রাতা, প্রপিতামহভ্রাতুষ্পুত্র ইত্যাদি উত্তরাধিকারী। এই সকল বিহীনে সপিণ্ডগণ প্রাগুক্ত রূপে সপ্তম পুরুষ পর্য্যন্ত অধিকারী হয়েন, তদভাবে সমানোদক ঐ রূপে চতুর্দ্দশ পুরুষ পর্য্যন্ত অধিকারী হয়েন, তদভাবে ত্রিবিধ বন্ধুগণ (স্বীয় বন্ধু, পিতামহ কুলের, ও মাতামহ কুলের) অধিকারী; এই সকলের অভাবে আচার্য্য, শিষ্য, সহবেদাধ্যায়ী, বেদবিৎ ব্রাহ্মণ, এবং পরিশেষে রাজা অধিকারী হয়েন।

মিথিলা প্রদেশেও উল্লিখিত রূপ দায়াধিকার

প্রথা প্রচলিত আছে। বারাণসী প্রদেশের দায়াধিকার হইতে ভারতবর্ষের দক্ষিণস্থ দেশের দায়াধিকার-ক্রম সমধিক বিভিন্ন নহে।

ভারতবর্ষের পশ্চিম প্রদেশে প্রচলিত 'ব্যবহার ময়ূখ' নামক গ্রন্থানুসারে দায়াধিকারপ্রণালী প্রাগুক্ত প্রণালী হইতে ভিন্ন রূপ দৃষ্ট হয়, এবং মাতার পরেই নিম্নলিখিত ক্রমানুসারে উত্তরাধিকারিত্ব বর্ত্তে; যথা, (১) সহোদর ভ্রাতা, (২) তাঁহার পুত্র, (৩) পিতামহী, (৪) ভগ্নী, (৫) পিতামহ, (৬) বৈমাত্র ভ্রাতা। এই সকল দায়াদবিহীনে সপিণ্ড, সমানোদক, ও বন্ধুগণ ক্রমিক উত্তরাধিকারী হয়েন।

সকল প্রদেশ-প্রচলিত হিন্দু ব্যবহার শাস্ত্রানুসারে পিণ্ডদাতা সম্পত্তির অধিকারী হয়েন। কিন্তু স্থলবিশেষে এই নিয়মের বর্জ্জিত বিধি প্রচলিত দেখা যায়।

বঙ্গদেশ-প্রচলিত হিন্দু ব্যবস্থানুসারে সহোদর ভ্রাতা বৈমাত্র ভ্রাতার সমক্ষে অবিভক্ত সম্পত্তির অধিকারী হয়েন।

রাজকিশোর লাহিড়ী বঃ গোবিন্দ চন্দ্র লাহিড়ী।

ইণ্ডিয়ান ল রিপোর্ট (কলিকাতা বিভাগ); ১বাঃ; ২৭ পৃঃ।

বঙ্গদেশ প্রচলিত হিন্দু শাস্ত্রানুসারে অবিবাহিতা শূদ্রা-নীর গর্ভে, কোন এক শূদ্রের ঔরসে যে পুত্র জন্মে, শাস্ত্রানু-

স্থায়ী বিবাহিতা পত্নীর ঔরসজাত সন্তান অভাবে ঐ পুত্র তাহার পিতার সম্পত্তির অধিকারী।

নারায়ণ ধর বঃ রাখাল গাএন।

ইঃ লঃ রিঃ; কলিকাতা হাইকোর্ট; ১বাঃ; ১পৃঃ।

বঙ্গদেশের ব্যবস্থানুসারে যাহারা জন্মান্ধ ও জন্মবধির তাহারাই দায়াধিকার হইতে বর্জ্জিত; যাহারা কোন দৈব ঘটনা বশতঃ পরে অন্ধ বা বধির হয় তাহারা বর্জ্জিত নহে।

২৩, উইক্‌লি রিপোর্ট; ৭৮পৃঃ।

হিন্দু ব্যবহার শাস্ত্রানুসারে পিতামহের প্রপৌত্র দৌহিত্রাপেক্ষা অগ্রগণ্য দায়াধিকারী।

২৩, উঃ রিঃ; ১১৭ পৃঃ।

হিন্দু শাস্ত্রানুসারে দায়াধিকার একবার কন্যাতে বর্ত্তিলে, পরে সেই কন্যা বন্ধ্যা কি পুত্রহীনা বিধবা হইলেও ঐ ঘটনা দ্বারা বর্ত্তিত দায়াধিকারের ধ্বংস হয় না।

২৩, উঃ রিঃ; ২১৪ পৃঃ।

প্রিভিকৌন্সেলের নিষ্পত্তি।

ভাবী দায়াদগন বিধবা স্ত্রী কর্ত্তৃক তাঁহার স্বামীর সম্পত্তির অপচয় ও ভাবী দায়াদগণের প্রতি শঠতাচরণ হওয়ার বিষয় স্পষ্ট প্রমাণ করিতে সমর্থ হইলে ঐ সম্পত্তি রক্ষার্থে ও বিধবাকে উহার তত্ত্বাবধান কার্য্য হইতে অপসৃত করণার্থে নালিস করিতে স্বত্ববান।

কোন ভাবী দায়াদ বিধবা স্ত্রীর জীবদ্দশায় এমত ডিক্রি পাইতে পারেন না যে তিনি ঐ বিধবার মৃত্যুর অব্যবহিত

ভাবী দায়াদ স্বরূপ ঐ বিধবার স্বামীর ত্যক্ত সম্পত্তি অধিকার লাভে স্বত্ববান।

২৪, উঃ রিঃ ; ৮৬ পৃঃ।

ভ্রাতুষ্পুত্রের পৌত্র ভ্রাতুষ্পুত্রের দৌহিত্রাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ দায়াদ।

২৪, উঃ রিঃ ; ২২৯ পৃঃ।

হিন্দু ব্যবস্থার সাধারণ নিয়মানুসারে মাতৃস্বসাপুত্র অপেক্ষা ভাগিনেয় শ্রেষ্ঠ দায়াদ বলিয়া পরিচিত ; কারণ ভাগিনেয় কর্তৃক পারলৌকিক মঙ্গলানুষ্ঠান সমধিক সম্পন্ন হইতে পারে। ২২, উঃ রিঃ ; ২৬৪ পৃঃ।

বিধবা পত্নী পতিতা কি জাতিভ্রষ্টা না হইয়া মৃত পতির দায়াধিকার প্রাপ্ত হইয়া থাকিলে, পরে তাহার অসতীত্ব নিবন্ধন তাহার সেই দায়াধিকারিত্ব লোপ হইবে না।

মনিরাম কলিতা বাদী বঃ কেরী কলিতানী বিবাদিনী।

ইঃ লঃ রিঃ ; ৫ বাঃ (প্রিভিকৌন্সেল) ; ৭৭৬ পৃঃ।

বারাণসী প্রদেশের ব্যবস্থানুসারে উত্তরাধিকারিত্ব সম্বন্ধে বন্ধ্যা ও সন্তানবিহীনা বিধবা কন্যা অপেক্ষা পুত্রবতী কিম্বা পুত্রসম্ভবিতা কন্যার দাওয়া শ্রেষ্ঠতর নহে।

উমা দাসী বঃ গোকুলানন্দ দাস।

ইঃ লঃ রিঃ (কলিকাতা বিভাগ) ; ৩ বাঃ ; ৫৮৭ পৃঃ।

শ্রেষ্ঠ পরিবার মধ্যে উত্তরাধিকারিত্ব বিষয়ে সাধারণ নিয়ম এই যে বহুকাল প্রচলিত (অন্যূন দুই শতাব্দী কাল পর্য্যন্ত) প্রথানুসারে উত্তরাধিকার স্বত্ব নির্ণীত হইবে ; কিন্তু স্পষ্টতঃ তাহার বিরুদ্ধে কোন আইন প্রচলিত থাকিলে হইবে না। প্রিভি কৌন্সেলের নিষ্পত্তি।

৬, মুর ; ১৯১ পৃঃ।

উত্তরাধিকারীগণ মধ্যে যিনি মৃত ব্যক্তির পিণ্ডদানের উপযুক্ত, উত্তরাধিকারিত্ব সম্বন্ধে তাঁহার দাওয়াই অগ্রগণ্য।

৩ বাঃ ; প্রিভি কৌন্সেলের নিষ্পত্তি ; ১৪২ পৃঃ।

উঃ রিঃ ; ২৩ বাঃ ; ৪০৯ পৃঃ।

মিতাক্ষরা অনুসারে ভগ্নী এবং তাহার ওয়ারেসগণ উত্তরাধিকারীগণ মধ্যে গণ্য হইতে পারে না।

প্রিভি কৌন্সেলের নিষ্পত্তি ; ২ বাঃ ; ৪৭৪ পৃঃ।

বেঙ্গল ল রিপোর্ট ; ১০ বাঃ ; ১ পৃঃ।

পুত্রের মৃত্যুর পূর্ব্বে মাতা অসতী হইলে তিনি পুত্রের ত্যজ্য সম্পত্তির অধিকারিণী হইতে পারেন না।

ইঃ লঃ রিঃ ; কলিকাতা বিভাগ ; ৪ বাঃ ; ৫৫০ পৃঃ।

মিতাক্ষরানুসারে ভগ্নীর কন্যার পুত্র উত্তরাধিকারী মধ্যে গণ্য।

ইঃ লঃ রিঃ ; ৬ বাঃ (কলিকাতা বিভাগ) ; ১১৯ পৃঃ।

মিথিলা দেশীয় ব্যবস্থানুসারে যদিও কোন নিঃসন্তান হিন্দু বিধবা স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তর করিতে উপযুক্ত নহে, কিন্তু তাহার স্বামী হইতে প্রাপ্ত অস্থাবর সম্পত্তির উপর তাহার সম্পূর্ণ স্বত্ব আছে, ও সে তাহা স্বেচ্ছানুসারে হস্তান্তর করিতে পারে। যত কাল সে জীবিত থাকিবে তত কাল স্থাবর সম্পত্তির উপস্বত্বও স্বেচ্ছানুসারে ভোগ করিতে পারে।

বিরাজন কুঁএর বঃ লছ্‌ম নারায়ণ মাথা।

ইঃ লঃ রিঃ ; কলিকাতা হাইকোর্ট ; ১০ বাঃ ; ৩৯২ পৃঃ।

যে সম্পত্তিতে বিধবার জীবন স্বত্ব আছে, ঐ সম্পত্তির আয় দ্বারা বিধবা অন্য সম্পত্তি ক্রয় করিলে ঐ খরিদা সম্পত্তি বিধবার মরণান্তে স্ত্রীধনের ন্যায় তাহার নিজের উত্তরাধি-

কারিতে না বর্ত্তিয়া তাহার স্বামীর উত্তরাধিকারিতে বর্ত্তিবে।

আনন্দচন্দ্র মণ্ডল বঃ নীলমণি জোয়ারদার।
ইঃ লঃ রিঃ; (কলিকাতা বিভাগ); ৯ বাঃ; ৭৫৮ পৃঃ।

মিতাক্ষরা শাস্ত্রানুসারে ভগ্নী উত্তরাধিকারীগণ মধ্যে পরিগণিত নহে। সপিণ্ড কোন পুরুষ বর্ত্তমানে কন্যা উত্তরাধিকারিণী হইতে পারে না, কিম্বা স্ত্রীলোক উত্তরাধিকার সূত্রে কোন সম্পত্তি প্রাপ্ত হইলে ঐ সম্পত্তি তাহার স্ত্রীধন মধ্যে গণ্য হয় না, ও ঐ সম্পত্তি স্ত্রীলোকের উত্তরাধিকারীগণ প্রাপ্ত হইতে পারে না।

জলেশ্বর কুয়ার বঃ উগ্ররায়।
ইঃ লঃ রিঃ; কলিকাতা বিভাগ; ৯ বাঃ; ৭২৫ পৃঃ।

কোন সহোদর ভ্রাতার অগ্রগণ্যতা হেতু বৈমাত্র ভ্রাতা হিন্দু শাস্ত্রানুসারে দায়াধিকারী হইতে পারে না।

ঈশান চন্দ্র চৌধুরী, ৯ জানুয়ারি ১৮৬৬।
উঃ রিঃ; ৫ বা; ২১ পৃঃ।

হিন্দু শাস্ত্রানুসারে ভ্রাতুষ্পুত্রের কন্যাগণ দায়াদ নহে।

রাধা প্যারী দাসী; ৬ মার্চ ১৮৬৬।
উঃ রিঃ; ৫ বা; ১৩১ পৃঃ।

সহোদর ভ্রাতাদিগের মধ্যে কেহ নিঃসন্তান লোকান্তর গমন করিলে তাহার মরণান্তজীবী ভ্রাতারা অবিভক্ত সম্পত্তিতে মৃত ভ্রাতার অংশে তুল্যরূপে উত্তরাধিকারী হয়।

উঃ রিঃ; ৯ বা; ৮৭ পৃঃ।

বঙ্গদেশীয় শাস্ত্রানুসারে কোন হিন্দু বিধবা তাঁহার অব্যবহিত ভাবী দায়াদের সম্মতিমতে কোন সম্পত্তি হস্তান্তর

করিলে, ও উক্ত বিধবার জীবদ্দশায় ঐ ভাবী দায়াদের মৃত্যু হইলে, বিধবার মৃত্যুর পর তাঁহার অন্য ভাবী দায়াদ ঐ সম্পত্তি দাবি করিতে পারে না।

নবকিশোর রায় বঃ হরিনাথ রায়।

ইঃ লঃ রিঃ ; ১০ বাঃ (কলিকাতা বিভাগ) ১১০২ পৃঃ।

তৃতীয় অধ্যায়।

দায়াধিকার স্বত্ব লোপ।

নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে মনু উত্তরাধিকারিত্বের অযোগ্য বলিয়া নির্ণয় করিয়াছেন, যথা,—পুরুষত্ব-বিহীন ব্যক্তি, জাতিভ্রষ্ট, জন্মান্ধ, জন্মবধির, উন্মাদ বাক্‌শক্তিবিহীন ব্যক্তি, নিরিন্দ্রিয় অথবা অঙ্গহীন ব্যক্তি। এতদ্ব্যতিরেকে কুষ্ঠ প্রভৃতি গুরুতর রোগাক্রান্ত ব্যক্তি (যাহাদিগের ঐ প্রকার রোগ হইতে আরোগ্য লাভের আশা নাই) দিগকে উত্তরাধিকারিত্বের অযোগ্য বলা যাইতে পারে।

উত্তরাধিকারিত্বের অযোগ্য ব্যক্তিগণকে খাদ্য ও পরিধেয় প্রদান করা আবশ্যক। কিন্তু জাতিভ্রষ্ট ব্যক্তিকে কিম্বা জাতিভ্রষ্ট হওয়ার পর পুত্র জন্মিলে, ঐ পুত্রকে উক্ত রূপে খাদ্য ও পরিধেয় প্রদানের আবশ্যকতা নাই। যাহারা উত্তরাধিকারিত্বের অযোগ্য তাহাদিগের পুত্রগণ অযোগ্য না হইলে পিতার অংশের অধিকারী হইতে পারে।

ইহা বলা আবশ্যক যে বর্ত্তমান সময়ে কেহ জাতি-ভ্রষ্ট হইলে, অথবা স্বীয় ধর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক অন্য ধর্ম্ম গ্রহণ করিলে দায়াধিকার হইতে বঞ্চিত হয় না।

বোম্বাই প্রেসিডেন্সিতে প্রচলিত হিন্দু ব্যবস্থানুসারে জন্মান্ধতা দোষে উত্তরাধিকারিত্ব লোপ হয়; সুতরাং কোন ব্যক্তি বিধবা পত্নী বর্ত্তমান রাখিয়া সন্তানবিহীনে অকৃত-চরমপত্র পরলোক গমন করিলে যদি ইহা স্থিরীকৃত হয় যে ঐ বিধবা তাহার স্বামীর মৃত্যুর কতিপয় বর্ষ পূর্ব্ব হইতে অন্ধ হইয়াছে কিন্তু জন্মান্ধ নহে, তাহা হইলে স্বামীর ত্যক্ত সম্পত্তিতে তাহার উত্তরাধিকারিণী হইবার পক্ষে প্রতিবন্ধকতা নাই।

মুরাজী গোলোকদা বঃ পার্ব্বতী বাই।
ইঃ লঃ রিঃ; ১ বাঃ (বোম্বাই বিভাগ); ১৭৭ পৃঃ।

পৈতৃক সম্পত্তি বিভাগের পূর্ব্বে কোন ব্যক্তি আরোগ্য হইবার অযোগ্য কুষ্ঠ রোগগ্রস্ত হইলে সে ঐ সম্পত্তির অংশ হইতে বঞ্চিত হয়

অনন্ত বঃ রমাবাই।
ইঃ লঃ রিঃ; ১ বা (বোম্বাই বিভাগ); ৫৫৪ পৃঃ।

চতুর্থ অধ্যায়।

স্ত্রীধন।

মনু ও কাত্যায়ন নিম্নলিখিত প্রকারে স্ত্রীধন শব্দের ব্যাখ্যা করিয়াছেন, যথা,—(১) অধ্যাগ্নিক,

অর্থাৎ বিবাহ কালে অগ্নি সমীপে যে ধন স্ত্রীকে দেওয়া যায়; (২) অধ্যাবাহনিক, অর্থাৎ শ্বশুরালয়ে গমন কালে পিতৃ মাতৃ কুল হইতে যে ধন প্রাপ্ত হওয়া যায়; (৩) প্রীতিদত্ত, অর্থাৎ স্নেহ সহকারে যে ধন দেওয়া যায়; (৪) পিতৃদত্ত; (৫) মাতৃদত্ত; (৬) ভ্রাতৃদত্ত। মনুসংহিতা নামক গ্রন্থেও 'স্ত্রীধন' শব্দ ঐ রূপে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে।

স্ত্রীধনসম্বন্ধে উত্তরাধিকারিত্ব সাধারণ দায়াধিকার প্রণালীর অন্তর্গত নহে। স্ত্রীলোকের অবস্থা ও তাঁহার ধন লাভের উপায়ান্তর ভেদে ইহাতে দায়াধিকার জন্মে। স্ত্রীধন তৎসম্পর্কীয় স্বতন্ত্র দায়াধিকারপ্রথানুসারে একবার পতিত হইলে ইহা সাধারণ দায়ক্রমান্তর্গত হইয়া থাকে, যথা, ধনাধিকারিণীর মৃত্যুর পর তাঁহার বিবাহ সময়ে প্রাপ্ত স্ত্রীধনে তদীয় কন্যার অধিকার, কিন্তু কন্যার মৃত্যু হইলে ঐ ধন সাধারণ দায়াধিকার প্রণালীর অন্তর্গত হইয়া থাকে।

হিন্দু শাস্ত্রানুসারে স্ত্রীর পৃথক্ ও স্বতন্ত্র ধনে তাঁহার নির্ব্যূঢ় স্বত্ব আছে; কিন্তু স্বামীপ্রদত্ত ভূমিতে তাদৃশ স্বত্ব লক্ষিত হয় না। স্বামী দুর্দ্দশাপন্ন হইলে স্ত্রীর পৃথক ও স্বতন্ত্র ধন ব্যবহার করিতে পারেন, এবং স্ত্রী ঐ প্রকার সম্পত্তি সম্বন্ধেও স্বামীর অধীনে থাকিবেন।

অবিবাহিতা নারীর স্ত্রীধন,———অবিবাহিতা

নারীর মৃত্যুর পর তাঁহার স্ত্রীধন প্রথমে তাঁহার ভ্রাতা, পরে পিতা, ও তৎপরে মাতা প্রাপ্ত হয়েন। ইহাঁরা অবর্ত্তমানে ঐ নারীর পিতৃকুলোদ্ভব ব্যক্তিগণের উক্ত ধনে অধিকার জন্মে।

বিবাহিতা নারীর স্ত্রীধন,——বিবাহিতা নারীর বিবাহ কালে প্রাপ্ত স্ত্রীধনে তাঁহার মরণান্তে কন্যাগণের অধিকার। সাধারণ দায়াধিকার প্রণালী অনুসারে প্রথমে অবিবাহিতা কন্যা, ও তৎপর বিবাহিতা পুত্র-সম্ভবিতা কন্যা। এই উভয়বিধ কন্যার অভাব হইলে বন্ধ্যা ও বিধবা কন্যাগণ একত্রে সম্পত্তির অধিকারিণী হয়েন। কন্যাগণের অভাব হইলে পুত্র উত্তরাধিকারী, তদভাবে দৌহিত্র, পৌত্র, প্রপৌত্র, সপত্নীপুত্র, সপত্নী-পৌত্র, সপত্নী-প্রপৌত্র, ক্রমান্বয়ে উত্তরাধিকারিত্ব প্রাপ্ত হয়েন। এই সকলের অভাব হইলে (প্রথমোক্ত পঞ্চবিধ বিবাহের কোন এক প্রকারে পরিণয় ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়া থাকিলে) ভর্ত্তা, ভ্রাতা, মাতা, এবং পিতা ক্রমান্বয়ে উত্তরাধিকারী হয়েন। কিন্তু শেষোক্ত তিন প্রকারের কোন এক প্রকারে বিবাহ হইয়া থাকিলে ভর্ত্তার সমক্ষে ভ্রাতাই অধিকারী হয়েন, এবং মাতা ও পিতা বর্ত্তমান থাকিলে ইহাঁরা কেহ ঐ ধন প্রাপ্ত হইতে পারেন না। এই সকলের অভাব হইলে নিম্ন-লিখিত ব্যক্তিগণ ক্রমান্বয়ে সম্পত্তির অধিকারী হয়েন, যথা (১) দেবর, (২) দেবর-পুত্র, (৩) ভাশুর-পুত্র, (৪)

ভগ্নী-পুত্র, (৫) ননান্দা-পুত্র, (৬) ভ্রাতুষ্পুত্র, (৭) জামাতা, (৮) শ্বশুর, (৯) পতির জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, (১০) সপিণ্ড, (১১) সকুল্য, (১২) সমানোদক।

পিতৃদত্ত স্ত্রীধন,—— পরিণয় কাল ব্যতিরেকে অপর কোন সময়ে পিতৃদত্ত স্ত্রীধনে নিম্নলিখিত ব্যক্তি-গণ ক্রমে অধিকারী হয়েন, যথা,— অবিবাহিতা কন্যা, পুত্র, পুত্রবতী অথবা পুত্রসম্ভবিতা কন্যা, দৌহিত্র, পৌত্র, প্রপৌত্র, সপত্নীপুত্র, তাঁহার পৌত্র, ও তাঁহার প্রপৌত্র। এই সকল অবিদ্যমানে বন্ধ্যা ও বিধবা কন্যাগণ একত্রে অধিকারিণী হয়েন; তদনন্তর প্রথমোক্ত পাঁচ প্রকারে বিবাহিতা নারীর স্ত্রীধনের ন্যায় উত্তরাধিকার স্বত্ব বর্ত্তে।

পিতা ভিন্ন অন্যের দত্ত স্ত্রীধন,——পরিণয় কাল ব্যতিরেকে অপর কোন সময়ে পিতা ভিন্ন অন্য ব্যক্তি কর্ত্তৃক প্রদত্ত স্ত্রীধনে প্রাগুক্ত রূপে দায়াধিকার বর্ত্তে। কেবল পুত্র ও অবিবাহিতা কন্যা একত্রে উত্তরাধিকারী হয়েন, এবং পৌত্র সমক্ষে দৌহিত্র উত্তরাধিকারী হইতে পারেন না।

বিবাহের পর স্বামীর পিতৃস্বসাপুত্রকর্ত্তৃক প্রদত্ত স্ত্রীধনে স্বামীর সমক্ষে ভ্রাতা, মাতা, এবং পিতা উপযুক্ত উত্তরাধি-কারী।

হরিমোহন সাহা বঃ সনাতন সাহা।

ইঃ লঃ রিঃ (কলিকাতা বিভাগ); ১ বাঃ; ২৭৫ পৃঃ।

[প্রধানতম বিচারপতি টারনার ও বিচারপতি ওল্ড ফিল্ড]——কোন স্ত্রীলোক অসতীত্ব দোষে স্ত্রীধনের উত্তরাধিকারে অযোগ্য হইতে পারে না।

[পিয়ারসন এবং স্পেঙ্কী বিচারপতি দ্বয়]——স্ত্রীধনে উত্তরাধিকারিণী হইয়া অসতীত্ব দোষে কোন স্ত্রীলোকের পক্ষে ঐ স্বত্বে ঐ প্রকার সম্পত্তি দখলে রাখিবার প্রতিবন্ধকতা জন্মিতে পারে না।

গঙ্গাজাঠী বঃ য়াসিতা।
ইঃ লঃ রিঃ (এলাহাবাদ বিভাগ)। ১ বাঃ; ৪৬ পৃঃ।

পিতামহী উত্তরাধিকার সূত্রে পৌত্রের স্থাবর সম্পত্তির অধিকারিণী হইলে ঐ সম্পত্তি তাঁহার স্ত্রীধন মধ্যে পরিগণিত হইবে না। পিতামহীর মৃত্যুর পর ঐ সম্পত্তি পৌত্রের নিজের উত্তরাধিকারীসমূহে বর্ত্তিবে।

ফুকার সিং বঃ রণজিৎ সিং।
ইঃ লঃ রিঃ (এলাহাবাদ বিভাগ); ১ বা; ৬৬১ পৃঃ।

মিতাক্ষরা শাস্ত্রানুসারে ভগ্নী উত্তরাধিকারীগণ মধ্যে পরিগণিত নহে। সপিণ্ড কোন পুরুষ বর্ত্তমানে কন্যা উত্তরাধিকারিণী হইতে পারে না, কিম্বা স্ত্রীলোক উত্তরাধিকার সূত্রে কোন সম্পত্তি প্রাপ্ত হইলে ঐ সম্পত্তি তাহার স্ত্রীধন মধ্যে গণ্য হইতে পারে না, ও ঐ সম্পত্তি স্ত্রীলোকের উত্তরাধিকারীগণ প্রাপ্ত হইতে পারে না।

জলেশ্বর কুয়ার বঃ উগ্ররায়।
ইঃ লঃ রিঃ (কলিকাতা বিভাগ); ৯ বাঃ; ৭২৫ পৃঃ।

ক নাম্নী এক হিন্দু বিধবা, স্বামীর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃগণের পুত্র সকল, এক ভগিনী, এক মৃত ভগিনীর স্বামী, ও ঐ

স্বামীর পুত্রগণ বর্ত্তমান রাখিয়া অকৃতচরমপত্র পরলোক গমন করেন। ক য়ের মৃত্যু কালে তাঁহার বিবাহ সময়ে প্রাপ্ত অলঙ্কার (জহরাৎ) ও তাঁহার খরিদা অপর অলঙ্কার ও তাঁহার নিজ নামে খরিদা কতক গবর্ণমেন্ট কাগজ তাঁহার নিজ দখলে ছিল। উহা ব্যতীত তাঁহার মাতার উইল সূত্রে প্রাপ্ত কতক গবর্ণমেন্ট কাগজ, ও একটা বাড়ীর অংশ তাঁহার দখলে ছিল। তাঁহার মাতার উইলের লিখিত বিষয় অস্পষ্ট থাকা হেতু, ঐ উইল সূত্রে স্বত্ববান্ ব্যক্তিরা উইলের অস্পষ্টতার বিষয় মীমাংসা জন্য সালিশীতে অর্পণ করেন, এবং ক মৃত্যু সময়ে বাটীর যে অংশে দখীলকারিণী ছিলেন সালিশগণ ঐ অংশ এই মর্ম্মে অর্পণ করেন যে "ক বঙ্গদেশ-প্রচলিত ব্যবহার শাস্ত্র মতে হিন্দু কন্যা স্বরূপে পৃথক্ রূপে ভোগ করিবেন," এবং সালিশগণ শেষোক্ত গবর্ণমেন্ট কাগজ এই মর্ম্মে অর্পণ করেন যে "তিনি ঐ সম্পত্তি নির্ব্যূঢ় স্বত্বে ভোগ করিবেন"।

ক য়ের স্বামীর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃগণের পুত্রেরা ক য়ের সমস্ত সম্পত্তি তাঁহার স্ত্রীধন উল্লেখে দাবী করতঃ নালিশ করায় স্থিরীকৃত হইল যে ক কি উপায়ে সম্পত্তি প্রাপ্ত হইলেন তদ্বিষয় বিবেচনা করিয়া, তাঁহার মাতার উইল ক্রমে প্রাপ্ত সমুদয় সম্পত্তিই তাঁহার স্ত্রীধন হইতে পারিত, এবং ঐ উইল ক্রমে প্রাপ্ত গবর্ণমেন্ট কাগজে সালিশগণ তাঁহাকে নির্ব্যূঢ় স্বত্ব প্রদান করায় ঐ কাগজ তাঁহার স্ত্রীধন বলিয়া পরিগণিত ছিল, সুতরাং ঐ সমস্ত অলঙ্কার ও কাগজ বাদী পাইবার যোগ্য। কিন্তু সালিশের রোএদাদ দ্বারা বাটীতে ক কে হিন্দু কন্যার স্বত্বমাত্র প্রদান করায় এবং কন্যার স্বীয় মাতা হইতে দায়াধিকার প্রথানুসারে প্রাপ্ত সম্পত্তি তাঁহার স্ত্রীধন না হওয়ায়, ঐ বাটীর অংশে বাদীগণের কোন স্বত্ব নাই।

প্রাণকৃষ্ণ লাহা বঃ শ্রীমতী নারায়ণ মণি দাসী।

ইং লঃ রিঃ (কলিকাতা বিভাগ); ৫ বাঃ; ২২২ পৃঃ।

হিন্দু শাস্ত্রানুসারে কোন বিবাহিতা স্ত্রী তাহার পৃথক্ ও স্বতন্ত্র সম্পত্তি ও টাকা (যাহা তাহার স্ত্রীধন মধ্যে পরিগণিত) স্বেচ্ছানুসারে হস্তান্তর করিতে সক্ষম, এবং সে যদি ঐ সম্পত্তির বিনিময়ে কোন স্থাবর সম্পত্তি ক্রয় করে তবে তাহাও ঐ প্রকারে হস্তান্তর করিতে পারে।

উঃ রিঃ ; ১৯ বাঃ ; ২৯২ পৃঃ।
প্রিভি কৌন্সেলের নিষ্পত্তি।

এক পত্নীর পোষ্য পুত্র অন্য পত্নীর স্ত্রীধনের অধিকারী হইয়া থাকে।

উঃ রিঃ ; ৩ বাঃ ; ৪৯ পৃঃ।

হিন্দু বিধবা স্ত্রী স্বামী হইতে পৃথক হইয়া স্বামীর সম্মতি ব্যতিরেকে ঋণ গ্রহণ পূর্ব্বক ঐ ঋণ পরিশোধে অসমর্থ হইলে কেবল তাঁহার নিজের স্ত্রীধন দ্বারা ঐ টাকা আদায় হইবে।

নাথভাই ভাইলাল বঃ জাবহার রায়জী।
ইঃ লঃ রিঃ (বোম্বাই বিভাগ) ; ১ বাঃ ; ১২১ পৃঃ।

যে সম্পত্তিতে কেবল মাত্র বিধবার জীবন স্বত্ব আছে ঐ সম্পত্তির আয় হইতে যে ধন সঞ্চিত হয় তাহা ঐ বিধবার স্ত্রীধন নহে। যদি বিধবা জীবিত সময়ে প্রাগুপ্ত রূপে গচ্ছিত ধন ব্যয় না করে তবে তাহার মরণান্তে যে ব্যক্তি ঐ সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয় সেই ব্যক্তি ঐ ধনও প্রাপ্ত হইবে।

ইশ্রীদত্ত কুয়ার বঃ হংসবতী কুয়ারী।
ইঃ লঃ রিঃ (কলিকাতা বিভাগ) ; ১০ বা ; ৩২৪ পৃঃ।
প্রিভিকৌন্সলের নিষ্পত্তি।

পঞ্চম অধ্যায়।

সম্পত্তি বিভাগ।

সম্পত্তি বিভাগ বিষয়ে পিতার সম্মতি আবশ্যক। বঙ্গদেশীয় ব্যবস্থানুসারে পিতা বর্ত্তমানে (পতিত,গৃহস্থ ধর্ম্ম পরিত্যাগ কিম্বা অপর কোন কারণে তাঁহার স্বামিত্ব স্বত্ব ধ্বংস না হইলে) পুত্রগণ তাঁহাকে সম্পত্তি বিভাগ বিষয়ে বাধ্য করিতে সক্ষম নহেন। কিন্তু বারাণসী প্রভৃতি ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশের ব্যবস্থানুসারে পিতা গৃহস্থাশ্রমে থাকিলে, ও সম্পত্তি বিভাগে তাঁহার সম্পূর্ণ অমত হইলে, তাঁহার অসম্মতিতে পুত্রগণ (তাঁহাদিগের মাতা সন্তান প্রসবে অসমর্থ হইলে) পৈতৃক সম্পত্তি বিভাগ করিবার কারণ পিতাকে বাধ্য করিতে পারেন।

বঙ্গদেশের ব্যবহার শাস্ত্রানুসারে পিতা স্বোপার্জ্জিত ও পৈতৃক স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি ন্যূনাধিক রূপে পুত্রগণ মধ্যে বিভাগ করিতে পারেন। কিন্তু পৈতৃক স্থাবর সম্পত্তি অন্য ব্যক্তি কর্ত্তৃক অধিকৃত হইলে যদি পিতা তাঁহার পুত্রগণের সাহায্যে তাহা পুনঃ প্রাপ্ত হয়েন তবে ঐ সম্পত্তিতে পিতা ও পুত্র উভয়ের স্বত্ব তুল্য। এবম্বিধ সম্পত্তির অথবা পুত্রার্জ্জিত সম্পত্তির দুই অংশ পিতা স্বয়ং প্রাপ্ত হইতে পারেন।

বারাণসী প্রদেশের ব্যবস্থানুসারে পিতা তাঁহার পৈতৃক স্থাবর অস্থাবর অথবা স্বোপার্জ্জিত সম্পত্তি ন্যূনাধিকরূপে পুত্রগণ মধ্যে বিভাগ করিতে পারেন না। স্বোপার্জ্জিত সম্পত্তি বিভাগ সময়েও পিতা স্বয়ং দুই অংশের অধিক গ্রহণ করিতে সমর্থ নহেন।

পিতা কর্ত্তৃক সম্পত্তি বিভাগ হইবার পর তাঁহার কোন পুত্র জন্মিলে পিতা যে অংশ গ্রহণ করিয়াছেন অথবা তৎকর্ত্তৃক যে অংশ রক্ষিত হইয়াছে, শেষজাত পুত্র ঐ অংশের অধিকারী হইবেন। পিতা স্বয়ং কোন অংশ গ্রহণ করিয়া না থাকিলে অন্যান্য পুত্রগণ তাঁহা-দিগের আপন২ অংশ হইতে কিছু২ পরিত্যাগ করিয়া ঐ পুত্রের এক অংশ সংঘটন করিবেন। জীমূতবাহন, রঘুনন্দন, ও শ্রীকৃষ্ণ প্রভৃতি বঙ্গদেশীয় ব্যবস্থাপক গণের মতানুসারে, যখন পিতা সম্পত্তি বিভাগ করেন সেই সময়ে পুত্রের অংশের তুল্য এক অংশ সন্তানবিহীনা স্ত্রীকে প্রদান করিতে হয়; কিন্তু পুত্রসম্ভবিতা স্ত্রীকে ঐ প্রকার অংশ প্রদানের আবশ্যকতা নাই। পিতা, পুত্র-গণ মধ্যে যে সম্পত্তি বিভাগ করিয়া দিয়াছেন, তাঁহার অত্যন্ত প্রয়োজন বশতঃ পুত্রগণের অংশ অবস্থাবিশেষে পুনর্গ্রহণ করিতে পারেন।

পিতার মৃত্যু অথবা অন্য কোন কারণে স্বত্ব ধ্বংস হইলে পুত্রগণ স্বেচ্ছানুসারে তাঁহার সমুদয় স্থাবর, অস্থাবর, পৈতৃক ও স্বোপর্জ্জিত সম্পত্তি বিভাগ করিয়া

লইতে পারেন। বঙ্গদেশীয় ব্যবস্থানুসারে মৃতপুত্রের পত্নী তাঁহার স্বামীর ভ্রাতৃগণ সহ তুল্যাংশ প্রাপ্ত হয়েন, কিন্তু বারাণসী অঞ্চলে ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত মত দৃষ্ট হয়। ঐ বিধবা পরলোক গমন করিলে বঙ্গদেশীয় শাস্ত্রানুসারে তাঁহার পতির দায়াদগণ সম্পত্তির অধিকারী হইয়া থাকেন। মাতা বর্ত্তমানে পুত্রগণ সম্পত্তি-বিভাগ করণ বিষয়ে সম্পূর্ণ রূপে সক্ষম বটে।

সন্তানবিশিষ্টা পত্নীগণ প্রত্যেকেই পুত্রদিগের সহিত সমান অংশ প্রাপ্ত হয়েন; এবং নিঃসন্তান পত্নীগণ কেবল মাত্র ভরণপোষণ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। মিতাক্ষরা এবং বারাণসী ও দক্ষিণ দেশ-প্রচলিত শাস্ত্রানুসারে নিঃসন্তান পত্নীগণ অংশ প্রাপ্ত হইতে পারেন।

অবিবাহিতা কন্যাকে তাঁহার উদ্বাহ ক্রিয়া সম্পাদনোপযোগী অংশ প্রদত্ত হইয়া থাকে।

ভ্রাতৃগণ মধ্যে কেহ অবিভক্ত সম্পত্তির কোন রূপ উন্নতি সাধন করিলে, তদ্ধেতু তিনি অপর ভ্রাতা অপেক্ষা অধিক অংশের অধিকারী হইবার যোগ্য নহেন। কিন্তু ভ্রাতৃগণ মধ্যে কেহ অন্যের সাহায্য ব্যতিরেকে স্বয়ং যত্ন ও পরিশ্রম দ্বারা কোন সম্পত্তি অর্জ্জন করিলে বঙ্গদেশের ব্যবস্থানুসারে তিনি সম্পত্তি বণ্টন সময়ে দুই অংশ প্রাপ্ত হইতে পারেন। পৈতৃক ধন ব্যয় করিয়া সম্পত্তি প্রাপ্ত হইলে সকল ভ্রাতাই তুল্যাংশে অধিকারী

হয়েন। সকলের ধন ব্যয় না করিলে যাঁহার পরিশ্রম ও যত্নবলে সম্পত্তি প্রাপ্ত হওয়া যায় কেবল মাত্র তিনিই অধিকারী হইয়া থাকেন।

যদি একান্নভুক্ত পরিবারস্থ কোন ব্যক্তি স্বকীয় যত্ন ও পরিশ্রমবলে এজমালী ধন ব্যয় না করিয়া কোন সম্পত্তি প্রাপ্ত হয়েন তাহা হইলে ঐ পরিবারস্থ অপর কাহারও ঐ সম্পত্তিতে কোন রূপ অধিকার জন্মিতে পারে না। ভূমি ভিন্ন অপরাপর হৃত সম্পত্তি পুনঃপ্রাপ্ত হইলে ঐ নিয়মানুসারে সম্পত্তিতে অধিকার জন্মে; কিন্তু ভূমি সম্বন্ধে অন্য ভ্রাতা অপেক্ষা অর্জ্জকের চতুর্থাংশ অধিক প্রাপ্য। ইহাও নির্দ্ধারিত হইয়াছে যে যদি কোন ভূসম্পত্তি একের শ্রমে ও অন্যের অর্থ সাহায্যে লাভ হইয়া থাকে, তবে উভয়েই তুল্যাংশ প্রাপ্ত হয়েন। এক জনের পরিশ্রমে ও অর্থ সাহায্যে, ও অপর জনের কেবল পরিশ্রমে কোন সম্পত্তি অর্জ্জিত হইলে প্রথমোক্ত ব্যক্তি ঐ সম্পত্তির দুই তৃতীয়াংশ ও শেষোক্ত ব্যক্তি এক তৃতীয়াংশ প্রাপ্ত হয়েন।

উদ্বাহকালে যে ধন প্রাপ্ত হওয়া যায়, অথবা বিদ্যা ও বীরত্ববলে পুরস্কার স্বরূপ যে ধন লাভ করা যায় তাহা ভ্রাতৃগণ মধ্যে বিভাগ হইতে পারে না।

লিখিত দলিল অথবা অন্য কোন নিদর্শন ব্যতিরেকে সম্পত্তি বিভাগ সম্পন্ন হইতে পারে। ঘটনা-

বশতঃ পরে কেহ ঐ বিভাগ অস্বীকার করিলে অবস্থা-ঘটিত প্রমাণ বলে উক্ত বিষয় অবধারণ করা যাইতে পারে।

অবিভাজ্য সম্পত্তি।——ভারতবর্ষের সকল প্রদেশ-প্রচলিত হিন্দু ব্যবস্থানুসারে যদিও পিতার মৃত্যুর পর তাঁহার পরিত্যক্ত সম্পত্তি পুত্রগণ বিভাগ করিয়া লইতে পারেন, কিন্তু অবস্থা বিশেষে কোন২ স্থলে ঐ রূপ বিভাগ সম্পন্ন হইতে পারে না। কতক গুলি সম্পত্তি স্বাভাবিক অবস্থানুসারে ও অপর কতক গুলি বহু কাল প্রচলিত প্রথানুসারে অবিভাজ্য। কোন২ প্রকারের সম্পত্তি নির্দ্দিষ্ট কোন ব্যক্তি (অন্যের সহিত বিভাগ ব্যতিরেকে) স্বয়ং অধিকার করিয়া থাকেন। কোন বিস্তীর্ণ রাজ্যের শাসন ভার প্রাগুক্ত রূপে প্রচলিত প্রথানুসারে কোন পরিবারস্থ এক ব্যক্তির হস্তে ন্যস্ত হইয়া থাকে।

সকল অবস্থাতেই হিন্দু বিধবার সম্পত্তি বাঁটওয়ারা করিবার বিষয় আদালতের বিবেচনা সাপেক্ষ। যদি বাদিনীর কন্যা ও পৌত্রগণ বর্ত্তমান থাকে, ও তাহার (বাদিনীর) স্বামীর পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে তাহার প্রাপ্য অংশের পরিমাণ অধিক হয়, তবে ঐ বাদিনী বাঁটওয়ারার ডিক্রী পাইতে পারে।

সৌদামিনী দাসী বঃ যোগেশ চন্দ্র দত্ত।
ইঃ লঃ রিঃ (কলিকাতা বিভাগ); ২ বাঃ; ২৬২ পৃঃ।

পূজাদালান ও তৎসংলগ্ন উঠান ও অন্যান্য ইমারতাদি সহিত কোন এক পরিবারের ভদ্রাসন বাটী বাঁটওয়ারার ডিক্রী হয়। ঐ ডিক্রী জারিক্রমে তিন জন সরিকের মধ্যে দুই জনের অনুরোধে ও সম্মতি মতে সিভিলকোর্ট আমীন পূজাদালান ও তৎসংলগ্ন আঙ্গিনা বিভাগ না করায় তৃতীয় সরিক আপত্তি উত্থাপন করেন; কিন্তু আদালত ঐ আপত্তি অগ্রাহ্য করতঃ এই আদেশ করেন যে ঐ সম্পত্তি (পূজাদালান ও তৎসংলগ্ন প্রাঙ্গণ) অবিভক্ত থাকিবে।

স্থিরীকৃত হইল যে সরিকগণ মধ্যে যাঁহারা উক্ত সম্পত্তি এজমালী রাখিতে ইচ্ছা করেন তাঁহাদিগের সুবিধানুসারে আদালত বাঁটওয়ারার আদেশ প্রদানে নিবৃত্ত থাকিবেন।

রাজকুমারী দাসী বঃ গোপাল চন্দ্র বসু।
ইঃ লঃ বিঃ (কলিকাতা বিভাগ); ৩ বাঃ; ৫১৪ পৃঃ।

যে মহালের রাজস্ব গবর্ণমেণ্টে প্রদত্ত হয় দেওয়ানী আদালত কর্ত্তৃক ঐ মহালের বাঁটওয়ারা হইতে পারে না।

বদ্রি রায় বঃ ভগবন্ত নারায়ণ দোবে।
ইঃ লঃ রিঃ (কলিকাতা হাইকোর্ট); ৮ বাঃ; ৬৪৯ পৃঃ।

হিন্দুশাস্ত্রের বিধানানুসারে পিতা সম্পত্তি বিভাগ করিলে ঐ বিভাগ কার্য্যে পুত্রগণ বাধ্য হইবেন, অর্থাৎ পুত্রগণের সম্মতি ব্যতিরেকে ব্যবস্থানুবর্ত্তী হইয়া পিতা ঐ কার্য্য করিলে পুত্রগণ বাধ্য হইবেন। যদি কোন ব্যক্তির এক পত্নীর গর্ভজাত তিন পুত্র ও অপর পত্নীর গর্ভজাত দুই পুত্র বর্ত্তমান থাকে, এবং তিনি (পিতা) বার্দ্ধক্য সময়ে পীড়িতাবস্থায় একখণ্ড দলিল লিখিয়া এই বিধান করেন যে তাঁহার সম্পত্তির এক ক্ষুদ্র অংশ তাঁহার নিজের জন্য থাকিবে

ও বক্রী সম্পত্তির $\frac{৩}{৫}$ ও $\frac{২}{৫}$ অংশ উভয় স্ত্রীর গর্ভজাত পুত্রগণ (এক স্ত্রীর ৩ পুত্র $\frac{৩}{৫}$, ও অপর স্ত্রীর ২ পুত্র $\frac{২}{৫}$) প্রাপ্ত হইবে। কিন্তু নাবালক পুত্রগণের গার্জ্জিয়ান স্বরূপ কোন ব্যক্তি কিম্বা বয়ঃপ্রাপ্ত জ্যেষ্ঠ পুত্র কেহই ঐ দলিল সম্পাদনে পক্ষ না হওয়ায় স্থিরীকৃত হইল যে ঐ দলিল বাঁটওয়ারা পত্র ব্যতিরেকে উইল অর্থাৎ চরমপত্র শব্দে বাচ্য হইতে পারে না এবং পিতা, পুত্রগণের ঐ রূপ অংশ নির্দ্ধারণে সম্পূর্ণ সক্ষম। এই স্থলে ইহা দেখা আবশ্যক যে পিতার কৃত কার্য্য সরলভাবে ও হিন্দু ব্যবস্থানুসারে সম্পন্ন হইয়াছে।

কান্দাস্বামী বঃ দোরাই স্বামী।
ইঃ লঃ রিঃ (মান্দ্রাজ হাইকোর্ট); ২বাঃ; ৩১৭ পৃঃ।

এক বাঁটওয়ারার মোকদ্দমায় সবর্ডিনেট জজ দেওয়ানী কার্য্য বিধি আইনের ৩৯৬ ধারার বিধানমতে বাঁটওয়ারার কার্য্য নির্ব্বাহার্থে একজন আমীন নিযুক্ত করিয়াছিলেন। আমীন যে রোএদাদ দাখীল করিয়াছিলেন তাহাতে প্রতিবাদী আপত্তি উত্থাপন করে; কিন্তু পরিশেষে ঐ রোএদাদ মঞ্জুর হয় এবং প্রতিবাদী তখন নীরব থাকে। ডিষ্ট্রিক্ট জজের নিকট আপীলে প্রতিবাদী অন্যায় মতে আমীন নিযুক্ত হওয়ার বিষয় আপত্তি উত্থাপন করে।

স্থিরীকৃত হইল যে প্রতিবাদী পূর্ব্বে সকল বিষয় জ্ঞাত থাকিয়া এইক্ষণ অত্যন্ত বিলম্বে আপত্তি উত্থাপন করিয়াছে।

জ্ঞানচন্দ্র সেন বঃ দুর্গাচরণ সেন।
ইঃ লঃ রিঃ (কলিকাতা বিভাগ); ৭ বাঃ; ৩১৮ পৃঃ।

যে সকল মহালের রাজস্ব গবর্ণমেণ্টে প্রদত্ত হইয়া থাকে ঐ সকল মহালের বাঁটওয়ারা কালেক্টর স্বয়ং করিবেন।

এই প্রকার মহাল সিভিলকোর্ট আমীন কর্ত্তৃক কৃতচিহ্নিত মতে বন্টন হইতে পারে না, এবং যদি ঐ মহালের অংশগুলি ভিন্ন মহাল স্বরূপ না হয় তবে অপর সরিকানের অনুপস্থিতিতে বাঁটওয়ারা হইতে পারে না।

দামোদর মিসর বঃ ছিনাবতী মিসর।

ইঃ লঃ রিঃ (কলিকাতা বিভাগ); ৮ বাঃ; ৫৩৭ পৃঃ।

যদিও কন্যাগন মাতার মৃত্যুরপর উত্তরাধিকারিণী হইতে পারে, কিন্তু মাতা জীবিত থাকিতে তাহাদিগের মধ্যে সম্পত্তি বিভাগ হইতে পারে না। পুত্র ও প্রপৌত্র প্রভৃতি উত্তরাধিকারীগণের পৈতৃক সম্পত্তি পিতা ও পিতামহের সমক্ষে বিভাগের দাওয়া স্বতন্ত্র।

মথুরা নাইকিন বঃ ইস্নু নাইকিন।

ইঃ লঃ রিঃ (বোম্বাই হাইকোর্ট); ৪ বাঃ; ৫৪৫ পৃঃ।

কোন এক হিন্দু মৃত্যু সময়ে তাঁহার স্থাবর সম্পত্তি এই মর্ম্মে পুত্রগণকে উইল করিয়া দিয়াছিলেন যে ২০ বৎসরের মধ্যে পুত্রগণ ঐ সম্পত্তি বিভাগ না করিয়া ভোগ করিবে।

স্থিরীকৃত হইল যে ঐ রূপ অবস্থায় পুত্রগণ সম্পত্তি বিভাগ করিয়া লইতে স্বত্ববান।

ইঃ লঃ রিঃ (কলিকাতা বিভাগ); ১বাঃ ১০৪পৃঃ।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

বিবাহ।

হিন্দুদিগের মধ্যে বিবাহ পদ্ধতি কেবল লৌকিক কার্য্য সমূহের মধ্যে পরিগণিত নহে, ইহা এক প্রধান সংস্কার। হিন্দুদিগের ধর্ম্মের সহিত ইহার বিশেষ সংস্রব দৃষ্ট হয়, কারণ অনূঢ়াবস্থায় ধর্ম্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হওয়া সম্পূর্ণ শাস্ত্রবিরুদ্ধ।

পতির মরণান্তে বিধবার অন্য পতি গ্রহণ শাস্ত্র-সিদ্ধ নহে; কিন্তু অধুনা হিন্দু বিধবা বিবাহের আইন সঙ্গত প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণ জন্য ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট ১৮৫৬ সালের ১৫ আইন বিধিবদ্ধ করিয়াছেন।

পুরুষের পক্ষে যথেষ্ট কারণ ব্যতিরেকে বহু বিবাহ শাস্ত্র-বিরুদ্ধ। স্ত্রী বন্ধ্যা অথবা পীড়িতা হইলে পুরুষের পক্ষে পুনর্ব্বার দারপরিগ্রহ করা শাস্ত্রসিদ্ধ বলিয়া বর্ণিত আছে। যাহা হউক হিন্দু ব্যবস্থাপকেরা বহুবিধ যুক্তির মূলে পরিশেষে স্থির করিয়াছেন যে পুরুষের পক্ষে বহুবিবাহ শাস্ত্রসিদ্ধ।

বিবাহ অষ্ট প্রকার যথা,——ব্রাহ্ম, দৈব, আর্ষ, প্রাজাপত্য, আসুর, গান্ধর্ব্ব, রাক্ষস, ও পৈশাচ।

প্রথম চারি প্রকারের বিবাহ কেবল ব্রাহ্মণ বর্ণের মধ্যেই বিশেষ প্রচলিত। এই চারি প্রকার বিবাহের

সাধারণ নিয়ম এই যে স্ত্রী পুরুষ উভয়েই স্বার্থশূন্য হইয়া সম্মতি প্রদর্শন পূর্ব্বক পরিণয় ক্রিয়া সম্পাদন করিবেন। পঞ্চম প্রকারের বিবাহ বৈশ্য ও শূদ্র জাতির মধ্যে প্রচলিত। এই প্রকার বিবাহে পণ অর্থাৎ অর্থ প্রদান পূর্ব্বক কন্যার পিতাকে বাধ্য করিয়া তাঁহার সম্মতি গ্রহণ করিতে হয়। ষষ্ঠ ও সপ্তম প্রকারের বিবাহ ক্ষত্রিয় বর্ণের মধ্যে প্রচলিত। স্ত্রী ও পুরুষ উভয়ের পরস্পর আসক্তিতে অথবা যুদ্ধে পরাজিত লোকের কন্যাগণ সহ এই দুই প্রকার বিবাহ সম্পন্ন হয়। অষ্টম প্রকারের বিবাহ ধূর্ত্ততামূলক বলিয়া সকলের পক্ষেই নিষিদ্ধ।

হিন্দু শাস্ত্রানুসারে যদিও আসুর বিবাহ নীচ জাতির মধ্যে প্রচলিত, কিন্তু ঐ সকল জাতির মধ্যে অন্য প্রকার বৈধ বিবাহ সম্পাদনে বাধা নাই। বেণিয়া জাতির নগরবিশা সম্প্রদায়ভুক্ত লোকদিগের মধ্যে যে বিবাহ প্রচলিত আছে তাহা বৈধ বিবাহ মধ্যে পরিগণিত।

জয় কিসন দাস গোপাল দাস বঃ হরি কিসন দাস হুলোচন দাস।

ইঃ লঃ রিঃ (বোম্বাই বিভাগ); ২ বঃ; ৯ পৃঃ।

কোন হিন্দু স্ত্রী মুসলমান ধর্ম্ম পরিগ্রহ করিলে তাহার হিন্দু স্বামীর সহিত পূর্ব্ব বিবাহ রহিত হয় না। ঐ স্বামী বর্ত্তমানে অন্য কাহারও সহিত তাহার বিবাহ হইতে পারে না; সুতরাং কোন মুসলমান পুরুষের সহিত তাহার নিকা

হইলে ভারতবর্ষীয় দণ্ড বিধি আইনের ৪৯৪ ধারার অপরাধ হইয়া থাকে।

বোম্বাই গবর্ণমেন্ট বঃ গঙ্গা।
ইঃ লঃ রিঃ (বোম্বাই); ৪ বাঃ; ৩৩০ পৃঃ।

বঙ্গদেশের ব্যবস্থানুসারে অবিবাহিতা শূদ্রানীর গর্ভে কোন এক শূদ্রের ঔরসে যে পুত্র জন্মে শাস্ত্রানুযায়ী বিবাহিতা পত্নীর ঔরসজাত সন্তান অভাবে ঐ পুত্র তাহার পিতার সম্পত্তির অধিকারী।

নারায়ণ ধর বঃ রাখাল গাএন।
ইঃ লঃ রিঃ (কলিকাতা); ১ বাঃ; ১পৃঃ।

হালই জাতীয় কোন ব্যক্তি সন্তানবিহীনে ও এক স্ত্রী বর্ত্তমানে সগাই মতে বিধবা বিবাহ করিতে পারে।

কালী চরণ সাহা বঃ দুখী বিবি।
ইঃ লঃ রিঃ (কলিকাতা); ৫ বা; ৬৯২ পৃঃ।

হিন্দু বিবাহিতা স্ত্রী স্বামী হইতে পৃথক্ হইয়া স্বামীর সম্মতি ব্যতিরেকে ঋণ গ্রহণ পূর্ব্বক ঐ ঋণ পরিশোধে অসমর্থ হইলে তাঁহার নিজের স্ত্রীধন দ্বারা ঐ টাকা আদায় হইবে।

নাথু ভাই ভাইলাল বঃ জাবহার রায়জী।
ইঃ লঃ রিঃ (বোম্বাই); ১ বাঃ; ১২১ পৃঃ।

হিন্দু বিবাহিতা স্ত্রী তাহার স্বামীর সহিত একত্রে ও স্বামী হইতে পৃথক্ রূপে কোন প্রকার চুক্তি করিলে ও ঐ চুক্তি পত্রে অন্য কোন রূপ করার না থাকিলে, চুক্তি পত্রানুসারে ঐরস্ত্র দায়ীত্ব তাহার নিজের স্ত্রীধনের উপর বর্ত্তিবে।

ইংলণ্ড দেশে স্ত্রীলোকের পৃথক্ সম্পত্তির সহিত ঐ স্ত্রীধনের সাদৃশ্য আছে।

গোবিন্দজী খীমজী বঃ লক্ষ্মীদাস নাথুভাই।
ইঃ লঃ রিঃ (বোম্বাই); ৪ বাঃ; ৩১৮ পৃঃ।

হিন্দু শাস্ত্রানুসারে মারওয়ারি জাতীয় কোন বিধবার পুনর্ব্বার বিবাহ হইলে তাহার প্রথম স্বামীর সম্পত্তিতে তাহার কোন দাবি দাওয়া থাকে না।

ইঃ লঃ রিঃ (মান্দ্রাজ); ১ বাঃ; ২২৬ পৃঃ।

ক তাহার পিতা বর্ত্তমানে সন্তান বিহীনে বিধবা হয়। ক পরে সঙ্গ বিবাহ করায় তাহার দুই পুত্র জন্মে। ক য়ের পিতার মৃত্যুরপর তাহার ত্যক্ত সম্পত্তির কে উত্তাধিকারী হইবে তৎসম্বন্ধে বিতণ্ডা উপস্থিত হয়। ক য়ের পিতা নমশূদ্র সম্প্রদায় ভুক্ত ছিল; নমশূদ্রদিগের মধ্যে বিধবা বিবাহের প্রথা প্রচলিত থাকার বিষয় সপ্রমাণ হওয়ায় স্থিরীকৃত হইল যে, হিন্দু শাস্ত্রানুসারে ক তাহার পিতার ত্যক্ত সম্পত্তির অধিকারিণী হইবে।

হরিচরণ দাস বঃ নিমাইচাঁদ কওয়াল।
ইঃ লঃ রিঃ (কলিকাতা); ১০ বাঃ; ১৩৮ পৃঃ।

সপ্তম অধ্যায়।

পোষ্য পুত্র গ্রহণ বিষয়ক বিধি।

হিন্দুদিগের মধ্যে কোন ব্যক্তি পুত্র বর্ত্তমান না রাখিয়া লোকান্তর গমন করিলে শাস্ত্রানুসারে তাঁহার নাম রক্ষা ও পূর্ব্বপুরুষদিগকে জল ও পিণ্ডদান প্রভৃতি

করিবার কারণ কাল্পনিক পুত্র গ্রহণ করা আবশ্যক। কাল্পনিক পুত্র গ্রহণ প্রথা ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র প্রচলিত আছে।

মনুর মতানুসারে পুত্র দ্বাদশ প্রকারের হইতে পারে, যথা,—(১) ধর্ম্মপত্নীর গর্ভে স্ববীর্য্যজাত পুত্র, (২) স্ত্রীর গর্ভে অপরের বীর্য্যজাত ক্ষেত্রজ পুত্র, (৩) পিতা মাতা কর্ত্তৃক প্রদত্ত (দত্তক) পুত্র, (৪) কৃত্রিমপুত্র, (৫) গুপ্তরূপে উৎপন্ন পুত্র, (৬) পিতা মাতা কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত পুত্র. (৭) অবিবাহিতা কন্যার গর্ভজ কানীন পুত্র, (৮) পুনর্ভব পুত্র, আর্থাৎ দ্বিতীয়বার বিবাহিতা কন্যার গর্ভজ পুত্র, (৯) সহোঢ়জ অর্থাৎ গর্ভাবস্থায় বিবাহিতা কন্যার গর্ভজ পুত্র, (১০) ক্রীত পুত্র (অর্থাৎ পিতা মাতা কর্ত্তৃক বিক্রীত পুত্র), (১১) স্বয়ং দত্ত পুত্র, (১২) শূদ্রবীর্য্যজাত পুত্র।

বর্ত্তমান কালে হিন্দু জাতির মধ্যে দুই কি তিন প্রকার পুত্রগ্রহণ প্রথা প্রচলিত আছে. যথা,—দত্তক, কৃত্রিম, ও দ্ব্যমুষায়ণ। এই ত্রিবিধ পুত্র-মধ্যে দত্তক পুত্র গ্রহণ প্রথা সাধারণতঃ ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র প্রচলিত; কৃত্রিম পুত্রকরণ প্রথা কেবল মিথিলা প্রদেশে প্রচলিত দেখা যায়।

মনু কহিয়াছেন "যে পুত্রকে পিতা অথবা পিতার অনুমত্যনুসারে মাতা কোন এক অপুত্রক ব্যক্তিকে দান করেন, ঐ বালক গ্রহীতার স্বজাতীয় ও তাঁহার

প্রতি অনুরক্ত হইলে সে (বালক) ঐ গৃহীতার দত্তক পুত্র হয়, এবং ঐ পুত্রদান ক্রিয়া শাস্ত্রানুসারে বারি-প্রস্রবন দ্বারা সিদ্ধ হইয়া থাকে। যে বালককে কোন ব্যক্তি পুত্র স্বরূপ গ্রহণ করেন ঐ বালক তাঁহার স্বজাতীয় হইলে ও গৃহীতার পারলৌকিক মঙ্গলানুষ্ঠানে পুণ্য ও তদ্বিষয়ের অনুষ্ঠানে বিরত থাকা পাপ বোধ করিলে ঐ বালক তাঁহার কৃত্রিম পুত্র হয়।”

কৃত্রিমপুত্র,—কৃত্রিম পুত্র গ্রহণ প্রথা মিথিলা প্রদেশে প্রচলিত। এই প্রকার পুত্রগ্রহণকার্য্যে বিশেষ কোন ক্রিয়া সম্পাদনের আবশ্যক হয় না; কেবল দাতার পক্ষ হইতে দান, ও গৃহীতার পক্ষ হইতে সম্মতি সহকারে গ্রহণ করা আবশ্যক। এই প্রকার পুত্রের বয়সের ন্যূনাতিরেক সম্বন্ধে কোন বিশেষ বিধি নাই; কিন্তু বালক, গৃহীতার স্বজাতীয় হওয়া আবশ্যক। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, গৃহীতা আপন ভ্রাতা ও পিতাকে পুত্র স্বরূপ গ্রহণ করিতে পারেন কিন্তু এই প্রকার পুত্র, গৃহীত হইবার পর হইতে তাহার পূর্ব্ব পরিবার মধ্যগত এক ব্যক্তি বলিয়াই পরিগণিত হয়, এবং দত্তা ও গৃহীতা উভয় পরিবারের উত্তরাধিকারী হইয়া থাকে। এই প্রথানুসারে কোন বিধবা, স্বামীর জীবিত কালে তাঁহার নিকট হইতে অনুমতি প্রাপ্ত হইয়া পরে পুত্র গ্রহণ করিলে ঐ পুত্র মৃতব্যক্তির পুত্র বলিয়া পরিগণিত হয় না। কৃত্রিম পুত্রের

সম্পর্ক কেবল দাতা ও গৃহীতা এতদুভয় মধ্যেই বিন্যস্ত থাকে, এবং ঐ প্রকার পুত্র, গৃহীতার কিম্বা দাতার পিতার পৌত্র শব্দে বাচ্য হইবে না।

দ্বয়মুষায়ণ,—এই প্রকার পুত্র দাতা ও গৃহীতা উভয়ের উত্তরাধিকারী হয়, এবং উভয় কুলের দেনা পরিশোধ করিতে বাধ্য থাকে। এই প্রকার পুত্র-গ্রহণ প্রথানুসারে গৃহীতা, দাতার এক মাত্র পুত্রও গ্রহণ করিতে পারেন। যদি পুত্র উভয় কুলের উত্ত-রাধিকারী হয় তবে ঐ পুত্রকে "নিত্যদ্বয়মুষায়ণ" কহে। যে কুলে পুত্রের জন্ম হয় সেই কুলে উপ-নয়ন কিম্বা চূড়াকরণ সম্পন্ন হইবার পর যদি পুত্র অন্য কুলে গমন করে তবে ঐ প্রকার পুত্রকে 'অনিত্যদ্বয়-মুষায়ণ" কহে। শেষোক্ত পুত্রের সন্তানগণ যে কুলে তাহাদিগের পিতার জন্ম হয় সেই কুলের উত্তরাধি-কারী হইয়া থাকে।

দত্তক পুত্র,—বঙ্গ ও বারাণসী প্রদেশের সাধা-রণ নিয়ম এই যে মৃত্যুর পূর্ব্বে স্বামী অনুমতি প্রদান না করিলে কোন স্ত্রী দত্তক গ্রহণ করিতে কিম্বা আপন পুত্র অন্য কোন ব্যক্তিকে দত্তক স্বরূপ প্রদান করিতে পারেন না। কিন্তু পশ্চিম প্রদেশের প্রচলিত ব্যব-স্থানুসারে কোন স্ত্রী স্বামীর মৃত্যুর পর মৃত-স্বামীর আত্মীয় গণের অনুমত্যনুসারে দত্তক গ্রহণ করিতে পারেন। ইহা স্থিরীকৃত হইয়াছে যে স্বামীর অনুমতি

ব্যতিরেকে কোন বিধবা দত্তকস্বরূপ পুত্র দান করিলে ঐ দান অসিদ্ধ।

পুত্র, পৌত্র, ও প্রপৌত্র প্রভৃতি উত্তরাধিকারীগণ বর্ত্তমান থাকিলে কোন ব্যক্তি দত্তক গ্রহণ করিতে পারেন না। অপিচ দত্তকগৃহীতা যে স্ত্রীকে শাস্ত্রানুসারে বিবাহ করিতে অযোগ্য, তাঁহার পক্ষে ঐ স্ত্রীর গর্ভজাত পুত্রকে দত্তক স্বরূপ গ্রহণ করা বিধেয় নহে।*

দুই ব্যক্তি একত্রে মিলিত হইয়া এক দত্তক পুত্র গ্রহণ করিতে পারেন না। কোন ব্যক্তি প্রথমে এক পুত্র দত্তক স্বরূপ গ্রহন করিলে ঐ পুত্র বর্ত্তমানে তিনি অপর পুত্র গ্রহণ করিতে পারেন না। কোন ব্যক্তির ঔরসজাত পুত্র বর্ত্তমানে স্ত্রীকে এরূপ ক্ষমতা প্রদান করিতে পারেন যে ঐ পুত্র অবর্ত্তমানে স্ত্রী দত্তক গ্রহণ করিতে পারিবেন, এবং দত্তক পুত্র অবর্ত্তমানে পুনর্ব্বার দত্তক গ্রহণ করিতে পারিবেন।

কোন স্ত্রী মৃত স্বামীর অনুমতিক্রমে দত্তক গ্রহণ করিলে দত্তক পুত্রের স্বত্ব ঔরসজাত পুত্রের স্বত্বের

---

* কোন২ পণ্ডিতের মতানুসারে যে স্ত্রীকে অপর সম্পর্কানুরোধে কিম্বা অন্যকারণে শাস্ত্রমতে বিবাহ করা না যায়, ঐ স্ত্রীর গর্ভজাত পুত্রকে দত্তক স্বরূপ গ্রহন করা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, ও বৈশ্য এই ত্রিবর্ণের মধ্যে নিষিদ্ধ। ঐ সকল পণ্ডিতের মতানুসারে শূদ্রবর্ণের মধ্যে ঐ প্রকার দত্তক গ্রহণে বাধা নাই।

যে বংশে দত্তক পুত্রের জন্ম হয় সেই বংশীয় কোন স্ত্রীকে দত্তক পুত্র বিবাহ করিতে পারেন না।

তুল্য হয়। বিধবা পত্নী, স্বামীর পরিত্যক্ত সম্পত্তির কোন অংশ স্বেচ্ছানুসারে হস্তান্তর করিতে পারেন না। এমন কি, দত্তক গ্রহণের পূর্ব্বে বিধবা কোন সম্পত্তি আইনতঃ আবশ্যকতাব্যতিরেকে হস্তান্তর করিয়া থাকিলে ঐ হস্তান্তর সিদ্ধ হইবে না।

দত্তকের বয়স সম্বন্ধে বিস্তর মত ভেদ দৃষ্ট হয়। দত্তক মীমাংসা নামক গ্রন্থানুসারে ৫ বৎসরের অধিক বয়স্ক পুত্রকে দত্তক স্বরূপ গ্রহণ করা যাইতে পারে না। কিন্তু দত্তকচন্দ্রিকা নামক গ্রন্থে বয়সের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য করা হয় নাই। শেষোক্ত গ্রন্থানুসারে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, ও বৈশ্য এই ত্রিবর্ণের মধ্যে উপনয়ন ক্রিয়া সম্পন্ন হইবার পূর্ব্বে, এবং শূদ্রদিগের মধ্যে বিবাহ হইবার পূর্ব্বে দত্তক পুত্র দান কিম্বা গ্রহণে বাধা নাই। গৃহীতার নিজ কুলে দত্তকের উপনয়ন ও বিবাহ হওয়া আবশ্যক; কোন বালকের উপনয়ন ক্রিয়া একবার সম্পন্ন হইলে ঐ বালককে কখনও দত্তক স্বরূপ দান কিম্বা গ্রহণ করা যাইতে পারে না।

বঙ্গদেশ-প্রচলিত ব্যবস্থানুসারে ১৫ বৎসর বয়স্ক বালক পোষ্যপুত্র গ্রহণের কিম্বা পোষ্যপুত্র গ্রহণে অনুমতি প্রদানের উপযুক্ত বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়াছে এমত বলা যাইতে পারে।

যমুনা দাস্যা বঃ বামাসুন্দরী দাস্যা।

ইঃ লঃ রিঃ (কলিকাতা বিভাগ); ১ বাঃ; ২৮৯ পৃঃ।

কোন হিন্দু দত্তক গ্রহণেচ্ছু হইলে যদি তাহার ভ্রাতুষ্পুত্র বর্ত্তমান থাকে ও সে (ভ্রাতুষ্পুত্র) ভ্রাতার একমাত্র পুত্র না হয় তবে ঐ ব্যক্তি শাস্ত্রানুসারে ভ্রাতুষ্পুত্রকে দত্তক স্বরূপ গ্রহণ করিতে বাধ্য। কিন্তু ঐরূপ দত্তক গ্রহণ না করিয়া শাস্ত্রানুসারে অপর কোন বালককে গ্রহণ করিলে শেষোক্ত দত্তক রদ হইতে পারে না।

উমা দাসী বঃ গোকুলানন্দ দাস।
ইঃ লঃ রিঃ (কলিকাতা); ৩ বাঃ; ৫৮৭৩৫৮৮ পৃঃ।

স্পষ্ট ব্যবস্থা কর্ত্তৃক সঙ্কুচিত না হইলে দত্তক পুত্রের স্বত্ব সর্ব্বতোভাবে ঔরসজাত পুত্রের স্বত্বের ন্যায় জ্ঞান করিতে হইবে। দত্তক পুত্র তাহার পিতার সপিণ্ড জ্ঞাতির দায়াধিকারী এবং সপিণ্ড সম্পর্ক সম্বন্ধে দত্তকপুত্রে ও ঔরসজাত পুত্রে প্রভেদ নাই।

পদ্মকুমারী দেবী বঃ জগৎকিশোর আচার্য্য।
ইঃ লঃ রিঃ (কলিকাতা); ৫ বাঃ; ৬১৫ পৃঃ।

বঙ্গদেশে শূদ্র জাতির মধ্যে দত্তক গ্রহণ সম্বন্ধে সন্তান আদান প্রদান ভিন্ন অপর কোন কার্য্যানুষ্ঠানের আবশ্যকতা নাই।

ইন্দ্রমণি চৌধুরাণী বঃ বিহারীলাল মল্লিক।
ইঃ লঃ রিঃ (কলিকাতা বিভাগ); ৫ বাঃ; ৭৭০ পৃঃ।
প্রিভি কৌন্সেলের নিষ্পত্তি।

দত্তকচন্দ্রিকা ও দত্তকমীমাংসা নামক গ্রন্থে লিখিত কতিপয় স্থলভিন্ন বঙ্গদেশীয় শাস্ত্রানুসারে পোষ্যপুত্র ঔরস

জাত পুত্রের ন্যায় সকল কুলেরই উত্তরাধিকারী হইয়া থাকে।

কালীকমল মজুমদার বঃ উমাশঙ্কর মৈত্রেয়।
ইঃ লঃ রিঃ (কলিকাতা বিভাগ); ১০ বাঃ; ২৩২ পৃঃ।
প্রিভি কৌন্সেলের নিষ্পত্তি।

হিন্দু শাস্ত্রানুসারে শূদ্র জাতির মধ্যে মাতৃস্বস্রীয় অর্থাৎ মাতৃস্বসা পুত্রকে দত্তক স্বরূপ গ্রহণ করা যাইতে পারে।

চিনা নাগায়া বঃ পেড়া নাগায়া।
ইঃ লঃ রিঃ (মান্দ্রাজ); ১ বাঃ; ৬২ পৃঃ।

ক আপন স্ত্রী খ য়ের বরাবর এই মর্ম্মে এক অনুমতি পত্র লিখিয়া দেন যে, খ ক্রমান্বয়ে পাঁচটি দত্তক গ্রহণ করিতে পারিবেন। ক য়ের মৃত্যুর পর খ এক দত্তক গ্রহণ করেন, কিন্তু ১০।১২ বৎসরের পর উক্ত পুত্রের মৃত্যু হয়; তাহার পর খ পুনরায় আর একটি দত্তক গ্রহণ করেন। শেষোক্ত দত্তক গ্রহণ অসিদ্ধ বলিয়া ব্যক্ত করাইবার কারণ মোকদ্দমা উপস্থিত হওয়ায় স্থিরীকৃত হইল যে, পুত্র মৃত পিতার যে পারলৌকিক মঙ্গল সাধন করিতে সক্ষম তাহা প্রথম দত্তক কর্ত্তৃক সম্পূর্ণ রূপে সম্পাদিত হইয়াছে এরূপ বলা যাইতে পারে না, কারণ, পারলৌকিক মঙ্গলার্থে কার্য্য গুলি নির্দ্দিষ্ট সময়ে প্রত্যেক বারেই করিতে হয়, এবং উক্ত রূপে অনুষ্ঠিত কার্য্য দ্বারা প্রত্যেক বারেই মৃত পিতার আত্মার উন্নতি সাধন হয়।

উঃ রিঃ; ২২ বাঃ; ১২১ পৃঃ।

বাদী (এক শূদ্র) কে বিবাদিনী (এক হিন্দু বিধবা) পোষ্য-পুত্র গ্রহণ করায় বাদী কথক সম্পত্তি দখলের দাবিতে নালিস করে। বিবাদিনী পোষ্যপুত্র অস্বীকার করতঃ এই বলিয়া

দত্তকরদের দাওয়া করেন যে সে (দত্তক পুত্র) তাহার পিতার একমাত্র পুত্র, ও তাহার বিধবামাতা স্বামী কর্তৃক ক্ষমতা প্রাপ্ত না হইয়া পুত্র দান করিয়াছে। বাদী তাহার পক্ষ সমর্থন জন্য বিবাদিনীর দত্তা দুই দলিল উপস্থিত করে; প্রতিবদিনী বাদীকে যে পোষ্যপুত্র স্বরূপ গ্রহণ করিয়াছিলেন ঐ দলিল দ্বারা তাহার দৃঢ়তা সপ্রমাণ হয়। ইহাও দেখা গেল যে প্রতিবাদিনী অল্প বয়স্কা ছিলেন বলিয়া স্বাধীন ভাবে তৎকর্তৃক ঐ সকল দলিল সম্পাদিত হয় নাই।

স্থিরীকৃত হইল যে দুই কারণ বশতঃ পোষ্যপুত্র রদ হইবে, (১) বাদীকে পোষ্যপুত্র স্বরূপ দান করিবার ক্ষমতা তাহার মাতার ছিল না কেন না বাদী তাহার মৃত পিতার এক মাত্র পুত্র; (২) পোষ্যপুত্র গ্রহণের সময় প্রতিবাদিনী স্বাধীন ভাবে কার্য্য করিতে পারেন নাই।

সোম শিখর বঃ সুভদ্রামজী।

ইঃ লঃ রিঃ (বোম্বাই বিভাগ); ৬ বাঃ; ৫২৪ পৃঃ।

সমাপ্ত।